দ্বিতীয় অধ্যায়

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, হিরণ্যাক্ষের মৃত্যুর পর হিরণ্যাক্ষের পুত্রগণ এবং হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত শোকাচ্ছন্ন হয়। হিরণ্যকশিপু জনসাধারণের ধর্মীয় কার্যকলাপ নাশ করার চেষ্টা করে অত্যন্ত পাপাচরণ করছিল। কিন্তু, তার ভ্রাতুষ্পুত্রদের শোক নিবারণের জন্য সে একটি ঐতিহাসিক কাহিনী বর্ণনা করে।

ভগবান যখন বরাহরূপে আবির্ভূত হয়ে হিরণ্যকশিপুর ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষকে সংহার করেন, তখন হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হন। ক্রোধান্ধ হয়ে হিরণ্যকশিপু ভগবানকে তাঁর ভক্তদের পক্ষপাতিত্ব করার জন্য নিন্দা করে এবং বরাহরূপে আবির্ভূত হয়ে তার ভ্রাতাকে বধ করার জন্য দোষারোপ করে। সে শান্তিপ্রিয় ঋষি এবং পৃথিবীর অধিবাসীদের ধর্ম অনুষ্ঠানে বিঘ্ন উৎপাদন করার জন্য দানব এবং রাক্ষসদের উত্তেজিত করে। এইভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দেবতারা পৃথিবীতে অলক্ষিতভাবে ভ্রমণ করতে লাগলেন।

ভ্রাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে হিরণ্যকশিপু তার ভ্রাতুষ্পুত্রদের শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উপদেশ দেয়। তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য সে বলে, "হে ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, বীরের পক্ষে শত্রুর সম্মুখে মৃত্যুবরণ করা মহিমামণ্ডিত। জীব তাদের কর্ম অনুসারে এই সংসারে একত্রিত হয় এবং পুনরায় প্রকৃতির নিয়মে তাদের বিচ্ছেদ হয়। কিন্তু আমাদের সব সময় জানা উচিত যে, দেহ থেকে ভিন্ন আত্মা নিত্য, অব্যয়, শুদ্ধ, সর্বগ এবং সর্বজ্ঞ। জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ আত্মা বিভিন্ন সঙ্গ অনুসারে উচ্চ অথবা নিম্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, এবং তার ফলে অনেক প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়ে দুঃখ অথবা সুখ ভোগ করে। এই সংসারের অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হওয়াই সুখ-দুঃখের কারণ; এ ছাড়া আর অন্য কোন কারণ নেই, এবং কর্মের আপাত প্রতিক্রিয়া দর্শন করে শোকসন্তপ্ত হওয়া উচিত নয়।"

হিরণ্যকশিপু তারপর উশীনর দেশের রাজা সুযজ্ঞের ঐতিহাসিক উপাখ্যান বর্ণনা করে। রাজার মৃত্যুর পর তাঁর মহিষীরা যখন গভীর শোকে আকুল হয়েছিলেন, তখন যমরাজ একটি বালকরূপে সেখানে আবির্ভূত হয়ে তাঁদের যে উপদেশ

দিয়েছিলেন, হিরণ্যকশিপু তার ভ্রাতুষ্পুত্রদের সেই উপদেশ শোনায়। হিরণ্যকশিপু কুলিঙ্গ পক্ষীর বৃত্তান্ত শুনিয়েছিল, যে তার পত্নীর শোকে আচ্ছন্ন অবস্থায় এক ব্যাধের বাণে বিদ্ধ হয়। এই কাহিনীগুলি বর্ণনা করে, হিরণ্যকশিপু তার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের সান্ত্বনা দিয়েছিল। তারপর হিরণ্যকশিপুর মাতা দিতি এবং ভ্রাতৃবধূ রুষাভানু শোক বিসর্জন করে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-উপলব্ধিতে মনোনিবেশ করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীনারদ উবাচ

ভ্রাতর্যেবং বিনিহতে হরিণা ক্রোড়মূর্তিনা ।
হিরণ্যকশিপূ রাজন্ পর্যতপ্যদ্রুষা শুচা ॥ ১ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; **ভ্রাতরি**—যখন তার ভ্রাতা (হিরণ্যাক্ষ); **এবম্**—এইভাবে; **বিনিহতে**—নিহত হয়েছিল; **হরিণা**—হরির দ্বারা; **ক্রোড়-মূর্তিনা**—বরাহরূপে; **হিরণ্যকশিপুঃ**—হিরণ্যকশিপু; **রাজন্**—হে রাজন্; **পর্যতপ্যৎ**—পরিতাপ করেছিল; **রুষা**—ক্রোধে; **শুচা**—শোকে।

অনুবাদ

শ্রীনারদ মুনি বললেন—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভগবান বিষ্ণু যখন বরাহরূপে হিরণ্যাক্ষকে বধ করেছিলেন, তখন হিরণ্যাক্ষের ভ্রাতা হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ক্রোধাভিভূত হয়ে পরিতাপ করেছিল।

তাৎপর্য

যুধিষ্ঠির মহারাজ নারদ মুনিকে প্রশ্ন করেছিলেন হিরণ্যকশিপু তার পুত্র প্রহ্লাদের প্রতি কেন এত বিদ্বেষপরায়ণ হয়েছিল। তাই নারদ মুনি বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন, কিভাবে হিরণ্যকশিপু ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মহাশত্রুতে পরিণত হয়েছিল।

শ্লোক ২

আহ চেদং রুষা পূর্ণঃ সন্দষ্টদশনচ্ছদঃ ।
কোপোজ্জ্বলদ্ভ্যাং চক্ষুর্ভ্যাং নিরীক্ষন্ ধূম্রমম্বরম্ ॥ ২ ॥

আহ—বলেছিল; **চ**—এবং; **ইদম্**—এই; **রুষা**—ক্রোধে; **পূর্ণঃ**—পূর্ণ; **সন্দষ্ট**—দংশন করে; **দশনচ্ছদঃ**—যার ওষ্ঠ; **কোপ-উজ্জ্বলভ্যাম্**—ক্রোধে উদ্দীপ্ত; **চক্ষুর্ভ্যাম্**—চক্ষুদ্বয় দ্বারা; **নিরীক্ষন্**—অবলোকন করে; **ধূম্রম্**—ধূম্রবর্ণ; **অম্বরম্**—আকাশ।

অনুবাদ

ক্রোধে ওষ্ঠাধর দংশন করতে করতে হিরণ্যকশিপু কোপোদ্দীপ্ত চক্ষুতে রোষাগ্নির ধূমে ধূম্রবর্ণ আকাশ-মণ্ডল অবলোকন করতে করতে বলল।

তাৎপর্য

অসুরেরা স্বভাবতই ভগবানের প্রতি বিদ্বেষী এবং বৈরীভাবাপন্ন। ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে কিভাবে বধ করবে এবং কিভাবে তাঁর ধাম বৈকুণ্ঠলোক ধ্বংস করবে, সেই কথা ভেবে হিরণ্যকশিপুর শরীরে এই সমস্ত ভাবগুলি দেখা দিয়েছিল।

শ্লোক ৩

করালদংষ্ট্রোগ্রদৃষ্ট্যা দুষ্প্রেক্ষ্যভ্রুকুটীমুখঃ ।
শূলমুদ্যম্য সদসি দানবানিদমব্রবীৎ ॥ ৩ ॥

করাল-দংষ্ট্র—ভয়ঙ্কর দন্তবিশিষ্ট; **উগ্রদৃষ্ট্যা**—অত্যন্ত উগ্র দৃষ্টি; **দুষ্প্রেক্ষ্য**—ভয়ানক দর্শন; **ভ্রুকুটী**—ভ্রুকুটী; **মুখঃ**—মুখ; **শূলম্**—ত্রিশূল; **উদ্যম্য**—উত্তোলন করে; **সদসি**—সভায়; **দানবান্**—দানবদের; **ইদম্**—এই; **অব্রবীৎ**—বলেছিল।

অনুবাদ

করাল দন্তবিশিষ্ট, উগ্রদৃষ্টি এবং ভয়ানক দর্শন ভ্রুকুটিযুক্ত মুখে তার শূল উত্তোলন করে সমবেত দানবদের বলেছিল।

শ্লোক ৪-৫

ভো ভো দানবদৈতেয়া দ্বিমূর্ধংস্ত্র্যক্ষ শম্বর ।
শতবাহো হয়গ্রীব নমুচে পাক ইল্বল ॥ ৪ ॥
বিপ্রচিত্তে মম বচঃ পুলোমন্ শকুনাদয়ঃ ।
শৃণুতানন্তরং সর্বে ক্রিয়তামাশু মা চিরম্ ॥ ৫ ॥

ভোঃ—হে; **ভোঃ**—হে; **দানব-দৈতেয়াঃ**—দানব এবং দৈত্যগণ; **দ্বিমূর্ধন্**—দ্বিমূর্ধ (দুই মস্তক-বিশিষ্ট); **ত্রি-অক্ষ**—ত্র্যক্ষ (তিন নেত্রবিশিষ্ট); **শম্বর**—শম্বর; **শতবাহো**—শতবাহু (শত হস্তবিশিষ্ট); **হয়গ্রীব**—হয়গ্রীব (অশ্বমুণ্ড-বিশিষ্ট); **নমুচে**—নমুচি; **পাক**—পাক; **ইল্বল**—ইল্বল; **বিপ্রচিত্তে**—বিপ্রচিত্তি; **মম**—আমার; **বচঃ**—বাণী; **পুলোমন্**—পুলোমন; **শকুন**—শকুন; **আদয়ঃ**—এবং অন্যেরা; **শৃণুত**—শ্রবণ কর; **অনন্তরম্**—তারপর; **সর্বে**—সকলে; **ক্রিয়তাম্**—করা হোক; **আশু**—শীঘ্র; **মা**—করো না; **চিরম্**—বিলম্ব।

অনুবাদ

হে দৈত্য এবং দানবেরা! হে দ্বিমূর্ধ, ত্র্যক্ষ, শম্বর, এবং শতবাহু! হে হয়গ্রীব, নমুচি, পাক এবং ইল্বল! হে বিপ্রচিত্তি, পুলোমন, শকুন এবং অন্য সমস্ত অসুরেরা! তোমরা সকলে আমার কথা শ্রবণ কর এবং বিলম্ব না করে সেই অনুসারে কার্য কর।

শ্লোক ৬

সপত্নৈর্ঘাতিতঃ ক্ষুদ্রৈর্ভ্রাতা মে দয়িতঃ সুহৃৎ ।
পার্ষ্ণিগ্রাহেণ হরিণা সমেনাপ্যুপধাবনৈঃ ॥ ৬ ॥

সপত্নৈঃ—শত্রুদের দ্বারা*; **ঘাতিতঃ**—নিহত; **ক্ষুদ্রৈঃ**—নগণ্য শক্তিসম্পন্ন; **ভ্রাতা**—ভ্রাতা; **মে**—আমার; **দয়িতঃ**—অত্যন্ত প্রিয়; **সুহৃৎ**—শুভাকাঙ্ক্ষী; **পার্ষ্ণি-গ্রাহেণ**—পিছন থেকে আক্রমণ করে; **হরিণা**—হরির দ্বারা; **সমেন**—(দেব এবং দানব উভয়ের প্রতিই) সমান; **অপি**—যদিও; **উপধাবনৈঃ**—পূজক বা দেবতাদের দ্বারা।

অনুবাদ

আমার নগণ্য শত্রু দেবতারা আমার পরম প্রিয় এবং অনুগত শুভাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষকে বধ করেছে। ভগবান বিষ্ণু যদিও দেবতা এবং অসুরদের প্রতি সমভাবাপন্ন, কিন্তু এখন দেবতাদের দ্বারা নিষ্ঠা সহকারে পূজিত হওয়ার ফলে, তাদের পক্ষ অবলম্বন করে হিরণ্যাক্ষকে বধ করতে তাদের সহায়তা করেছে।

---

*অসুর এবং দেবতা উভয়েই ভগবানকে পরমেশ্বর বলে জানে, তবে দেবতারা সেই প্রভুকে অনুসরণ করে কিন্তু অসুরেরা তাঁকে অমান্য করে। এইভাবে দেবতা এবং অসুরদের এক পতির দুই সতীনের সঙ্গে তুলনা করা হয়। তাই এখানে *সপত্নৈঃ* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/২৯) উল্লেখ করা হয়েছে, *সমোঽহং সর্বভূতেষু*—ভগবান সমস্ত জীবের প্রতিই সমভাবাপন্ন। যেহেতু দেব এবং দানব উভয়েই জীব, তা হলে ভগবান কেন এক পক্ষের পক্ষপাতিত্ব করলেন এবং অন্য পক্ষের বিরোধিতা করলেন? প্রকৃতপক্ষে ভগবান কারুরই পক্ষপাতিত্ব করেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেবতারা যেহেতু সর্বদা নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের নির্দেশ পালন করেন, তাই তাঁদের নিষ্ঠার ফলে তাঁরা বিষ্ণুবিদ্বেষী অসুরদের পরাজিত করেন। নিরন্তর ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করার ফলে, অসুরেরা সাধারণত মৃত্যুর পর সাযুজ্য মুক্তি লাভ করে। হিরণ্যকশিপু ভগবানকে পক্ষপাত-দোষে দুষ্ট বলে নিন্দা করেছিল কারণ দেবতারা তাঁর পূজা করেছিলেন, কিন্তু প্রকৃত তথ্য হচ্ছে ভগবান রাষ্ট্র-সরকারের মতো নিরপেক্ষ। সরকার কোন নাগরিকের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন না, কিন্তু যদি কোন নাগরিক রাষ্ট্রের আইন মেনে চলে, তা হলে সে শান্তিপূর্ণভাবে তার প্রকৃত স্বার্থ সাধন করে বসবাস করার প্রচুর সুযোগ প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ৭-৮

তস্য ত্যক্তস্বভাবস্য ঘৃণের্মায়াবনৌকসঃ ।
ভজন্তং ভজমানস্য বালস্যেবাস্থিরাত্মনঃ ॥ ৭ ॥
মচ্ছূলভিন্নগ্রীবস্য ভূরিণা রুধিরেণ বৈ ।
অসৃক্প্রিয়ং তর্পয়িষ্যে ভ্রাতরং মে গতব্যথঃ ॥ ৮ ॥

তস্য—তাঁর (পরমেশ্বর ভগবানের); **ত্যক্ত-স্বভাবস্য**—যে তার (সমদর্শী হওয়ার) স্বভাব পরিত্যাগ করেছে; **ঘৃণেঃ**—অত্যন্ত ঘৃণ্য; **মায়া**—মায়াশক্তির প্রভাবে; **বন-ওকসঃ**—বন্য পশুর মতো আচরণ করে; **ভজন্তম্**—ভক্তিপরায়ণ ভক্তকে; **ভজমানস্য**—পূজিত হয়ে; **বালস্য**—শিশুর; **ইব**—মতো; **অস্থির-আত্মনঃ**—যে সর্বদা অস্থির এবং পরিবর্তনশীল; **মৎ**—আমার; **শূল**—শূলের দ্বারা; **ভিন্ন**—বিচ্ছিন্ন; **গ্রীবস্য**—গ্রীবার; **ভূরিণা**—অত্যন্ত; **রুধিরেণ**—রক্তের দ্বারা; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **অসৃক্-প্রিয়ম্**—রুধিরপ্রিয়; **তর্পয়িষ্যে**—আমি প্রসন্ন করব; **ভ্রাতরম্**—ভ্রাতাকে; **মে**—আমার; **গতব্যথঃ**—আমার মনোবেদনা দূর হবে।

অনুবাদ

ভগবান অসুর এবং দেবতাদের প্রতি সমদর্শী হওয়ার স্বভাব পরিত্যাগ করেছে। যদিও সে পরম পুরুষ, তবুও এখন, সে মায়ার বশে একটি অস্থির বালকের

মতো সেবা প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে, দেবতাদের প্রসন্নতা বিধানের জন্য বরাহরূপ ধারণ করেছে। আমি তাই আমার শূলের দ্বারা সেই বিষ্ণুর ধড় থেকে তার মুণ্ড ছিন্ন করে, তার রক্তের দ্বারা আমার রক্তপিপাসু ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষের তর্পণ করব। তা হলেই আমার শান্তি হবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আসুরিক মনোভাবের ত্রুটি বর্ণনা করা হয়েছে। হিরণ্যকশিপু মনে করেছিল যে, বিষ্ণু একটি অস্থির বালকের মতো পক্ষপাতিত্ব করে। হিরণ্যকশিপু মনে করেছিল ভগবান যে কোন সময় তাঁর মন পরিবর্তন করে, এবং তাই তাঁর বাণী এবং কার্যকলাপ একটি শিশুর মতো। প্রকৃতপক্ষে, যেহেতু অসুরেরা সাধারণ জীব, তাই তাদের মনের পরিবর্তন হয়, এবং জড় জগতের প্রভাবে বদ্ধ হওয়ার ফলে তারা মনে করে যে, ভগবানও তাদেরই মতো বদ্ধ জীব। *ভগবদ্গীতায়* (৯/১১) ভগবান বলেছেন, *অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্*—"আমি যখন মনুষ্যরূপে অবতরণ করি, তখন মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে।"

অসুরেরা সব সময় মনে করে ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে বধ করা সম্ভব। তাই, বিষ্ণুকে বধ করার চিন্তায় মগ্ন হওয়ার ফলে, অন্তত তারা প্রতিকূলভাবে হলেও বিষ্ণুকে স্মরণ করার সুযোগ পায়। যদিও তারা ভক্ত নয়, তবুও বিষ্ণুর বিষয়ে চিন্তা করার সুফল লাভ করে তারা সাধারণত সাযুজ্য মুক্তি লাভ করে। অসুরেরা যেহেতু ভগবানকে একজন সাধারণ জীব বলে মনে করে, তাই তারা মনে করে যে, একজন সাধারণ ব্যক্তির মতো বিষ্ণুকেও তারা হত্যা করতে পারবে। এখানে অন্য আর একটি তথ্য প্রকাশ পেয়েছে—অসুরেরা রক্ত পান করতে খুব ভালবাসে। প্রকৃতপক্ষে তারা সকলেই মাংসাশী এবং রুধিরপ্রিয়।

হিরণ্যকশিপু ভগবানকে অস্থির বালকের মতো চঞ্চলচিত্ত বলে অভিযোগ করেছে, যাঁকে একটি বরফি অথবা লাড্ডু দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করানো যায়। পরোক্ষভাবে তার এই উক্তির মাধ্যমে ভগবানের প্রকৃত স্থিতি প্রকাশ পেয়েছে, যে সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৬) বলা হয়েছে—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

"যে বিশুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্ত আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প ও জল অর্পণ করেন, আমি তাঁর সেই ভক্তিপ্লুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি।" ভগবান তাঁর

ভক্তের অপ্রাকৃত প্রেমের বশবর্তী হয়ে তাঁদের নৈবেদ্য গ্রহণ করেন। যেহেতু তাঁরা ভগবানকে ভালবাসেন, তাই তাঁরা ভগবানকে নিবেদন না করে কোন কিছু আহার করেন না। ভগবান একটু ফুল আর ফলের জন্য লালায়িত নন; তাঁর পর্যাপ্ত আহার রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি সমস্ত জীবদের আহার যোগাচ্ছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, যেহেতু তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাময়, যেহেতু তিনি ভক্তবৎসল, তাই তাঁরা প্রেম এবং ভক্তি সহকারে তাঁকে যা নিবেদন করেন, তাই তিনি গ্রহণ করেন। তাঁর এই গুণটিকে শিশুসুলভ লোভ বলে মনে করা উচিত নয়। ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হচ্ছে তাঁর ভক্তবাৎসল্য; অর্থাৎ, তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি সর্বদাই অত্যন্ত কৃপাময়। *মায়া* শব্দটি যখন ভগবান এবং তাঁর ভক্তের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তখন তার অর্থ হয় 'স্নেহ'। ভক্তের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ দোষের নয়, পক্ষান্তরে তা তাঁর স্বাভাবিক স্নেহের লক্ষণ।

ভগবান বিষ্ণুর রুধির সম্পর্কে বলা যায় যে, যেহেতু তাঁর দেহ থেকে মস্তক ছিন্ন করার কোন সম্ভাবনা নেই, তাই তাঁর রক্তের কোন প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু ভগবান বিষ্ণুর শরীরকে অলঙ্কৃত করে যে ফুলমালা তা রক্তের মতো লাল। অসুরেরা যখন সাযুজ্য মুক্তি লাভ করে এবং তাদের পাপকর্ম পরিত্যাগ করে, তখন তারা শ্রীবিষ্ণুর সেই রক্তবর্ণ মালার আশীর্বাদ লাভ করে। অসুরেরা কখনও কখনও সাযুজ্য মুক্তি লাভ করে বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হয়, যেখানে তারা ভগবানের মালার প্রসাদ লাভ করে।

শ্লোক ৯

তস্মিন্ কূটেঽহিতে নষ্টে কৃত্তমূলে বনস্পতৌ ।
বিটপা ইব শুষ্যন্তি বিষ্ণুপ্রাণা দিবৌকসঃ ॥ ৯ ॥

তস্মিন্—যখন সে; **কূটে**—অত্যন্ত কপট; **অহিতে**—শত্রু; **নষ্টে**—শেষ হয়ে যাবে; **কৃত্তমূলে**—ছিন্নমূল; **বনস্পতৌ**—বৃক্ষ; **বিটপাঃ**—শাখা এবং পত্র; **ইব**—সদৃশ; **শুষ্যন্তি**—শুকিয়ে যায়; **বিষ্ণুপ্রাণাঃ**—বিষ্ণু যাদের প্রাণ; **দিব-ওকসঃ**—দেবতাগণ।

অনুবাদ

বৃক্ষের মূল ছেদন করা হলে যেমন তার শাখা-প্রশাখা আপনা থেকেই শুকিয়ে যায়, তেমনই আমি যখন সেই কপট-স্বভাব বিষ্ণুকে হত্যা করব, তখন বিষ্ণুপ্রাণ দেবতারাও বিনষ্ট হবে।

তাৎপর্য

এখানে দেবতা এবং অসুরের পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। দেবতারা সর্বদাই ভগবানের নির্দেশ পালন করে, আর অসুরেরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করার অথবা তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করে। তা সত্ত্বেও কখনও কখনও অসুরেরা দেবতাদের ভগবানের উপর পূর্ণ নির্ভরতার প্রশংসা করে। এটি অসুরদের পরোক্ষভাবে দেবতাদের মহিমা কীর্তন।

শ্লোক ১০

তাবদ্‌যাত ভুবং যূয়ং ব্রহ্মক্ষত্রসমেধিতাম্ ।
সূদয়ধ্বং তপোযজ্ঞস্বাধ্যায়ব্রতদানিনঃ ॥ ১০ ॥

তাবৎ—যতক্ষণ (আমি বিষ্ণুর সংহারকার্যে ব্যস্ত থাকব); **যাত**—যাও; **ভুবম্**—পৃথিবীতে; **যূয়ম্**—তোমরা সকলে; **ব্রহ্মক্ষত্র**—ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের; **সমেধিতাম্**—(ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং বৈদিক শাসনের দ্বারা) সমৃদ্ধ; **সূদয়ধ্বম্**—বিনাশ কর; **তপঃ**—তপস্যা; **যজ্ঞ**—যজ্ঞ; **স্বাধ্যায়**—বৈদিক জ্ঞানের অধ্যয়ন; **ব্রত**—ব্রত; **দানিনঃ**—এবং দান।

অনুবাদ

যখন আমি বিষ্ণুর সংহারকার্যে যুক্ত থাকব, তখন তোমরা ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং ক্ষত্রিয়-শাসনের দ্বারা সমৃদ্ধ পৃথিবীতে গিয়ে তপস্যা, যজ্ঞ, বেদ অধ্যয়ন, ব্রত এবং দান কার্যে যুক্ত মানুষদের সংহার করো।

তাৎপর্য

হিরণ্যকশিপুর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দেবতাদের বিচলিত করা। সে-ই প্রথম বিষ্ণুকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল, যাতে বিষ্ণুর মৃত্যুতে দেবতারা আপনা থেকে দুর্বল হয়ে মারা যাবে। তার অন্য আর একটি পরিকল্পনা ছিল পৃথিবীর অধিবাসীদের বিচলিত করা। পৃথিবীবাসীদের শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের দ্বারা। *ভগবদ্গীতায়* (৪/১৩) ভগবান বলেছেন, *চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ*—"প্রকৃতির তিনটি গুণ এবং নির্ধারিত কর্ম অনুসারে মানব-সমাজের চারটি বর্ণ আমার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে।" বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন প্রকার অধিবাসী রয়েছে, কিন্তু ভগবান এখানে পৃথিবীর মানুষদের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারটি বর্ণে বিভাগ করার কথা বলেছেন। এই পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণের

আবির্ভাবের পূর্বে পৃথিবী ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের দ্বারা পরিচালিত হত। ব্রাহ্মণদের কর্তব্য হচ্ছে *শমঃ* (শান্তি), *দমঃ* (আত্মসংযম); *তিতিক্ষা* (সহিষ্ণুতা), *সত্যম্* (সত্যবাদিতা), *শৌচম্* (শুচিতা), এবং *আর্জবম্* (সরলতা), এই সমস্ত গুণগুলি অনুশীলন করা, এবং ক্ষত্রিয় রাজাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে কিভাবে এই দেশ অথবা গ্রহটি শাসন করতে হবে। ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য হচ্ছে প্রজাদের তপস্যা, যজ্ঞ, স্বাধ্যায় এবং বৈদিক বিধি-নিষেধ পালনে প্রবৃত্ত করা। ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী এবং মন্দিরকে দান করার ব্যবস্থা করাও তাঁদের কর্তব্য। এটিই ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির দৈবী ব্যবস্থাপনা।

মানুষ সাধারণত যজ্ঞ করে কারণ যজ্ঞ না করলে যথেষ্ট বৃষ্টি হবে না *(যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যঃ)*, এবং তার ফলে কৃষিকার্য ব্যাহত হবে *(পর্জন্যাদ্ অন্নসম্ভবঃ)*। তাই ক্ষত্রিয়দের কর্তব্য হচ্ছে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করে জনসাধারণকে যজ্ঞ অনুষ্ঠান, বেদ অধ্যয়ন এবং দান কার্যে অনুপ্রাণিত করা। তার ফলে মানুষ অনায়াসে তাদের জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি প্রাপ্ত হবে, এবং তখন আর সমাজে কোন উপদ্রব থাকবে না। এই সম্পর্কে *ভগবদ্গীতায়* (৩/১২) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥

"যজ্ঞের ফলে সন্তুষ্ট হয়ে দেবতারা তোমাদের বাঞ্ছিত ভোগ্য বস্তু প্রদান করবেন। সুতরাং দেবতাদের দেওয়া বস্তু দেবতাদের নিবেদন না করে যিনি ভোগ করেন, তিনি নিশ্চয়ই চোর।"

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রতিনিধিরূপে দেবতারা সমস্ত আবশ্যকতাগুলি সরবরাহ করেন। তাই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁদের সন্তুষ্টিবিধান করা অবশ্য কর্তব্য। বেদে বিভিন্ন দেবতার জন্য বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু চরমে সমস্ত যজ্ঞের ফল ভগবানকেই নিবেদন করা হয়। যারা ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারে না, তাদের জন্য বিভিন্ন দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন প্রবৃত্তি অনুসারে, বেদে বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন দেবতাদের পূজাও তেমনই বিভিন্ন প্রবৃত্তি অনুসারে হয়ে থাকে। যেমন, যারা মাংসাহারী তাদের প্রকৃতির ভয়ঙ্করী রূপ কালীর পূজা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এবং কালীর কাছে পশু বলি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যাঁরা সত্ত্বগুণে রয়েছেন তাঁদের নির্গুণ বিষ্ণুর উপাসনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চরমে, সমস্ত যজ্ঞেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্গুণ

স্তরে উন্নীত হওয়া। সাধারণ মানুষদের জন্য অন্ততপক্ষে পঞ্চ-মহাযজ্ঞ নামক পাঁচটি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা কর্তব্য।

মানুষের কিন্তু জানা উচিত যে, মানব-সমাজের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি ভগবানের প্রতিনিধিরূপে দেবতারা সরবরাহ করেন। কেউই কোন কিছু তৈরি করতে পারে না। যেমন মানব-সমাজের সমস্ত আহার্যের মধ্যে—শস্য, ফল, শাক-সবজি, দুধ, চিনি আদি সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের আহার; এমন কি তামসিক মাংসাহারীদের আহারও মানুষ তৈরি করতে পারে না। আর তা ছাড়া তাপ, আলোক, জল, বায়ু আদি জীবনের আবশ্যকতাগুলিও মানুষ তৈরি করতে পারে না। ভগবানের কৃপা ব্যতীত সূর্যের আলোক এবং চন্দ্রের জ্যোৎস্না, বৃষ্টি অথবা বায়ু, যেগুলি ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না, সেগুলিও লাভ করা যায় না। স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, আমাদের জীবন সর্বতোভাবে ভগবানের দানের উপর নির্ভর করে। এমন কি যে সমস্ত কলকারখানাগুলিতে মানুষের আবশ্যকীয় সমস্ত বস্তু তৈরি করা হয়, এবং সেই জন্য যে লোহা, তামা, গন্ধক, পারদ, ম্যাংগানীজ ইত্যাদি দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, সেগুলিও ভগবানের প্রতিনিধিরাই সরবরাহ করছেন, যাতে আমরা তার সদ্ব্যবহার করে, আমাদের পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধনের জন্য নিজেদেরকে সুস্থ ও সবল রাখতে পারি, এবং জীবনের চরম লক্ষ্য জীবন-সংগ্রাম থেকে মুক্ত হতে পারি। জীবনের এই লক্ষ্য সাধিত হয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে। আমরা যদি মানব-জীবনের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হই এবং কেবলমাত্র ভগবানের প্রতিনিধিদের থেকে সমস্ত দ্রব্য আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য গ্রহণ করে জড় জগতের বন্ধনে গভীর থেকে গভীরতরভাবে জড়িয়ে পড়ি, যা সৃষ্টির উদ্দেশ্য নয়, তা হলে অবশ্যই আমরা তস্করে পরিণত হব এবং তাই জড়া প্রকৃতির আইন অনুসারে আমাদের দণ্ডভোগ করতে হবে। দস্যু-তস্করের সমাজে কেউই সুখী হতে পারে না, কেননা তাদের জীবনের কোন উদ্দেশ্য নেই। ঘোর বিষয়ী চোরদের জীবনে কোন চরম উদ্দেশ্য নেই। তাঁরা কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্যই সব কিছু করে। কিভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে হয় সেই সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সংকীর্তন যজ্ঞ নামক সব চাইতে সহজ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেছেন, যা কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমে যে কেউ অনুষ্ঠান করতে পারে।

হিরণ্যকশিপু পৃথিবীর অধিবাসীদের হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল যাতে যজ্ঞ অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় এবং তার ফলে দেবতারা বিচলিত হয়, এবং তারপর যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুকে বধ করার ফলে তারা আপনা থেকেই মরে যাবে। এটিই ছিল হিরণ্যকশিপুর আসুরিক পরিকল্পনা, যে এই ধরনের নিন্দনীয় কার্যে অত্যন্ত পারদর্শী ছিল।

শ্লোক ১১

বিষ্ণুর্দ্বিজক্রিয়ামূলো যজ্ঞো ধর্মময়ঃ পুমান্ ।
দেবর্ষিপিতৃভূতানাং ধর্মস্য চ পরায়ণম্ ॥ ১১ ॥

বিষ্ণুঃ—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের; **ক্রিয়ামূলঃ**—যার মূল হচ্ছে যজ্ঞ এবং বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান; **যজ্ঞঃ**—যজ্ঞপুরুষ শ্রীবিষ্ণু; **ধর্মময়ঃ**—ধর্মময়; **পুমান্**—পরম পুরুষ; **দেব-ঋষি**—ব্যাসদেব এবং নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিদের; **পিতৃ**—পিতৃদের; **ভূতানাম্**—এবং অন্য সমস্ত জীবদের; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **চ**—ও; **পরায়ণম্**—আশ্রয়।

অনুবাদ

ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির মূল হচ্ছে যজ্ঞরূপী ধর্মময় পুরুষ শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করা। ভগবান শ্রীবিষ্ণুই সমস্ত ধর্মের মূর্তিমান উৎস, এবং তিনি সমস্ত দেবতা, ঋষি, পিতৃ এবং জনসাধারণের পরম আশ্রয়। যখন ব্রাহ্মণদের বধ করা হবে, তখন ক্ষত্রিয়দের যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অনুপ্রাণিত করার জন্য কেউ থাকবে না, এবং তার ফলে দেবতারা যজ্ঞের দ্বারা প্রসন্ন না হওয়ার ফলে, আপনা থেকেই মরে যাবে।

তাৎপর্য

যেহেতু বিষ্ণু ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু, তাই হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুকে বধ করার পরিকল্পনা করেছিল। কারণ বিষ্ণু নিহত হলে, স্বাভাবিকভাবেই ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি বিনষ্ট হয়ে যাবে। ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি নষ্ট হওয়ার ফলে আর যজ্ঞ অনুষ্ঠান হবে না, এবং যজ্ঞের অভাবে নিয়মিতভাবে বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে যাবে (*যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যঃ*)। এইভাবে সারা পৃথিবী জুড়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে, এবং তখন স্বাভাবিকভাবে দেবতারা পরাজিত হবে। এই শ্লোকটি থেকে আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই, বৈদিক আর্য-সভ্যতার বিনাশের ফলে এবং ব্রাহ্মণদের দ্বারা অনুষ্ঠিত বৈদিক ধর্ম অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে, কিভাবে মানব-সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। *কলৌ শূদ্র সম্ভবঃ*—যেহেতু বর্তমান যুগে সারা পৃথিবীর মানুষেরা শূদ্রে পরিণত হয়েছে, তাই ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি আজ লুপ্ত হয়ে গেছে এবং তা যথাযথভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত কঠিন। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করার নির্দেশ দিয়েছেন, যার ফলে অনায়াসে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ হবে।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

আসুরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি বিনষ্ট হয়ে গেছে। তাই আর ক্ষত্রিয় রাজাও নেই। তার পরিবর্তে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, যাতে যে কোন শূদ্র জনসাধারণের ভোট গ্রহণ করে সরকারের শাসন ক্ষমতা অধিকার করতে পারে। কলিযুগের এই বিষাক্ত প্রভাবের ফলে শাস্ত্রে (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১২/২/১৩) বলা হয়েছে, *দস্যুপ্রায়েষু রাজসু*—সরকার দস্যুনীতি অবলম্বন করবে। এইভাবে ব্রাহ্মণদের উপদেশ গ্রহণ করা হবে না, এবং ব্রাহ্মণদের উপদেশ থাকলেও, সেই উপদেশ অনুসারে রাজ্য শাসন করার মতো ক্ষত্রিয় থাকবে না। সত্যযুগ ছাড়া, পূর্বে যখন অসুরদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল, তখন হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং ক্ষত্রিয় শাসন বিনষ্ট করে সারা পৃথিবী জুড়ে অরাজকতা সৃষ্টি করার পরিকল্পনা করেছিল। সত্যযুগে যদিও এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা অত্যন্ত কঠিন ছিল, কিন্তু শূদ্র এবং অসুরে পূর্ণ কলিযুগে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি হারিয়ে গেছে এবং মহামন্ত্র কীর্তনের দ্বারাই কেবল তাঁর পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব। তাই সুখে-শান্তিতে জীবন যাপন করে মানুষ যাতে পরবর্তী জীবনে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন বা হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের প্রবর্তন হয়েছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য *ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ* থেকে একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

বিপ্রযজ্ঞাদিমূলং তু হরিরিত্যাসুরং মতম্ ।
হরিরেব হি সর্বস্য মূলং সম্যঙ্ মতো নৃপ ॥

"হে রাজন্, অসুরেরা মনে করে যে, ব্রাহ্মণ এবং যজ্ঞের জন্যই হরি বা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অস্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হরি হচ্ছেন ব্রাহ্মণ এবং যজ্ঞ সহ সব কিছুরই কারণ।" তাই হরিকীর্তন বা সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করার মাধ্যমে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং ক্ষত্রিয় শাসন আপনা থেকেই ফিরে আসবে, এবং তখন মানুষ অত্যন্ত সুখী হবে।

শ্লোক ১২

যত্র যত্র দ্বিজা গাবো বেদা বর্ণাশ্রমক্রিয়াঃ ।
তং তং জনপদং যাত সন্দীপয়ত বৃশ্চত ॥ ১২ ॥

যত্র যত্র—যেখানে যেখানে; **দ্বিজাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **গাবঃ**—সুরক্ষিত গাভী; **বেদাঃ**—বৈদিক সংস্কৃতি; **বর্ণাশ্রম**—চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের আর্য-সভ্যতা; **ক্রিয়াঃ**—

কার্যকলাপ; তম্ তম্—সেই সেই; **জনপদম্**—নগরে বা শহরে; **যাত**—যাও; **সন্দীপয়ত**—আগুন জ্বালাও; **বৃশ্চত**—(বৃক্ষসমূহ) কেটে ফেল।

অনুবাদ

যেখানে যেখানে গাভী, ব্রাহ্মণ, বেদ ও বেদবিহিত বর্ণাশ্রম-ধর্মের অনুষ্ঠান দেখবে, সেই স্থানে গিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দাও এবং উপজীব্য বৃক্ষসমূহ কেটে ফেল।

তাৎপর্য

এখানে পরোক্ষভাবে আদর্শ মানব-সভ্যতার চিত্র বর্ণনা করা হয়েছে। আদর্শ মানব-সভ্যতায় ব্রাহ্মণরূপে পূর্ণ শিক্ষাপ্রাপ্ত এক শ্রেণীর মানুষ থাকা অত্যাবশ্যক। তেমনই, শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে অত্যন্ত নিপুণভাবে রাষ্ট্র শাসন করার জন্য ক্ষত্রিয় থাকাও অবশ্য প্রয়োজন, এবং গাভীদের রক্ষা করার জন্য বৈশ্য সম্প্রদায় থাকাও বিশেষ আবশ্যক। *গাবঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, গাভীদের রক্ষা করা কর্তব্য। যেহেতু বৈদিক সভ্যতা নষ্ট হয়ে গেছে, তাই আর গাভীদের রক্ষা করা হচ্ছে না, পক্ষান্তরে তাদের নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। এগুলি অসুরদের কর্ম। তাই বর্তমান মানব-সভ্যতা হচ্ছে আসুরিক সভ্যতা। এখানে যে বর্ণাশ্রম-ধর্মের উল্লেখ করা হচ্ছে তা মানব-সভ্যতার জন্য অপরিহার্য। পথ প্রদর্শন করার জন্য যদি ব্রাহ্মণেরা না থাকে, আদর্শভাবে শাসন করার জন্য যদি ক্ষত্রিয়েরা না থাকে, এবং খাদ্যশস্য উৎপাদন ও গোরক্ষা করার জন্য যদি বৈশ্যেরা না থাকে, তা হলে মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করবে কি করে? তা অসম্ভব।

এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, গাছপালাও রক্ষা করা উচিত। যান্ত্রিক প্রগতির জন্য গাছ কাটা উচিত নয়। কলিযুগে কলকারখানার জন্য, বিশেষ করে আসুরিক প্রচার, অশ্লীল সাহিত্য, অর্থহীন খবরে পূর্ণ খবরের কাগজ ইত্যাদি ছাপাবার জন্য কাগজ তৈরির উদ্দেশ্যে নির্বিচারে এবং অকারণে গাছ কাটা হচ্ছে। এটিই আসুরিক সভ্যতার লক্ষণ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেবাকার্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে গাছ কাটা নিষিদ্ধ। *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ*—"ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উচিত, তা না হলে সেই কর্ম মানুষকে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখবে।" কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে, কাগজ তৈরির কারখানাগুলি যদি কাগজ তৈরি করা বন্ধ করে দেয় তা হলে ইসকন বই ছাপাবে কি করে? তার উত্তর হচ্ছে কাগজ তৈরির কারখানাগুলি কেবল ইসকনের গ্রন্থাবলী ছাপাবার জন্যই কাগজ তৈরি করবে, কারণ ইসকনের

গ্রন্থাবলী প্রকাশ হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেবার জন্য। এই সমস্ত শাস্ত্র ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে মানুষের নিত্য সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে, এবং তাই ইসকনের গ্রন্থাবলী মুদ্রণ হচ্ছে যজ্ঞ অনুষ্ঠান। *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ* । যজ্ঞ অনুষ্ঠান অবশ্যই করতে হবে, যে সম্বন্ধে পূর্বতন মহাজনেরা নির্দেশ দিয়ে গেছেন। অবাঞ্ছিত সাহিত্য প্রকাশের জন্য কাগজ তৈরির উদ্দেশ্যে গাছ কাটা একটি মস্ত বড় অপরাধ।

শ্লোক ১৩

ইতি তে ভর্তৃনির্দেশমাদায় শিরসাদৃতাঃ ।
তথা প্রজানাং কদনং বিদধুঃ কদনপ্রিয়াঃ ॥ ১৩ ॥

ইতি—এইভাবে; **তে**—তারা; **ভর্তৃ**—প্রভুর; **নির্দেশম্**—আদেশ; **আদায়**—প্রাপ্ত হয়ে; **শিরসা**—তাদের মস্তকের দ্বারা; **আদৃতাঃ**—শ্রদ্ধাপূর্বক; **তথা**—তেমনই; **প্রজানাম্**—প্রজাদের; **কদনম্**—নির্যাতন; **বিদধুঃ**—করেছিল; **কদন-প্রিয়াঃ**—হিংসাপ্রিয়।

অনুবাদ

তখন সংহারপ্রিয় দানবেরা হিরণ্যকশিপুর আদেশ শ্রদ্ধা সহকারে শিরোধার্য করে এবং তাকে প্রণাম করে, তার আদেশ অনুসারে জীবহিংসায় প্রবৃত্ত হয়েছিল।

তাৎপর্য

এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যারা আসুরিক মনোভাবাপন্ন তারা জনসাধারণের প্রতি অত্যন্ত হিংসা-পরায়ণ হয়। বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক প্রগতি এই হিংসার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। পারমাণবিক শক্তির আবিষ্কারের ফলে জনসাধারণের জন্য এক অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, কারণ সারা পৃথিবী জুড়ে অসুরেরা পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করছে। এই প্রসঙ্গে *কদনপ্রিয়াঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যারা বৈদিক সংস্কৃতি বিনাশ করতে চায়, সেই সমস্ত আসুরিক ব্যক্তিরা দুর্বল নাগরিকদের প্রতি অত্যন্ত হিংসা-পরায়ণ, এবং তারা এমনভাবে আচরণ করে যে, তাদের সমস্ত আবিষ্কারগুলি চরমে সারা জগতের পক্ষে অমঙ্গলজনক হবে (*জগতোঽহিতাঃ*)। *ভগবদ্গীতার* ষোড়শ অধ্যায়ে পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, কিভাবে অসুরেরা জনসাধারণের বিনাশের জন্য পাপকর্মে লিপ্ত হয়।

শ্লোক ১৪

পুরগ্রামব্রজোদ্যানক্ষেত্রারামাশ্রমাকরান্ ।
খেটখর্বটঘোষাংশ্চ দদহুঃ পত্তনানি চ ॥ ১৪ ॥

পুর—নগর; **গ্রাম**—গ্রাম; **ব্রজ**—গোচারণ ক্ষেত্র; **উদ্যান**—বাগান; **ক্ষেত্র**—কৃষিক্ষেত্র; **আরাম**—প্রাকৃতিক অরণ্য; **আশ্রম**—সাধুদের আশ্রম; **আকরান্**—(ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির পোষণের জন্য মূল্যবান্ ধাতু উৎপাদনের) খনি; **খেট**—কৃষকদের গ্রাম; **খর্বট**—উপত্যকাস্থ গ্রাম; **ঘোষান্**—গোপপল্লী; **চ**—এবং; **দদহুঃ**—তারা দগ্ধ করেছিল; **পত্তনানি**—রাজধানী-সমূহ; **চ**—ও।

অনুবাদ

দৈত্যেরা নগর, গ্রাম, গোচারণ ক্ষেত্র, উদ্যান, কৃষিক্ষেত্র, প্রাকৃতিক অরণ্য, ঋষিদের আশ্রম, মূল্যবান ধাতুর খনি, কৃষকাবাস, উপত্যকাস্থ গ্রাম এবং গোপপল্লী দগ্ধ করেছিল। তারা রাজধানী-সমূহও দগ্ধ করেছিল।

তাৎপর্য

যেখানে ফুল ও ফল উৎপাদনের জন্য বিশেষভাবে গাছ লাগান হয়, সেই স্থানকে *উদ্যান* বলা হয়। এই ফুল এবং ফল মানব-সভ্যতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৬) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

"যে বিশুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্ত আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প ও জল অর্পণ করে, আমি তার সেই ভক্তিপ্লুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি।" ফুল এবং ফল ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। কেউ যদি ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করতে চান, তা হলে তিনি কেবল ভগবানকে ফল এবং ফুল নিবেদন করতে পারেন, এবং তার ফলে ভগবান প্রসন্ন হয়ে তা গ্রহণ করবেন। আমাদের একমাত্র কর্তব্য ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা (*সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্*)। আমরা যা কিছু করি এবং আমাদের যা বৃত্তি, তার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা। এই শ্লোকে যে সমস্ত উপচারের উল্লেখ করা হয়েছে তা সবই ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য, আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য নয়। রাষ্ট্র-সরকার, বিশেষ করে সমগ্র সমাজ এমনভাবে গড়ে তোলা উচিত, যাতে সকলেই ভগবানের প্রসন্নতা

বিধানের শিক্ষা লাভ করতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, বিশেষ করে এই যুগে, *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্*—মানুষেরা জানে না যে, জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করা। পক্ষান্তরে, অসুরদের মতো, তারা কেবল বিষ্ণুকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছে এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের মাধ্যমে সুখী হওয়ার চেষ্টা করছে।

শ্লোক ১৫

কেচিৎ খনিত্রৈর্বিভিদুঃ সেতুপ্রাকারগোপুরান্ ।
আজীব্যাংশ্চিচ্ছিদুর্বৃক্ষান্ কেচিৎ পরশুপাণয়ঃ ।
প্রাদহঞ্ শরণান্যেকে প্রজানাং জ্বলিতোল্মুকৈঃ ॥ ১৫ ॥

কেচিৎ—কোন দৈত্য; **খনিত্রৈঃ**—খনন করার যন্ত্রের দ্বারা; **বিভিদুঃ**—বিদীর্ণ করেছিল; **সেতু**—সেতু; **প্রাকার**—প্রাচীর; **গোপুরান্**—পুরদ্বার; **আজীব্যান্**—জীবিকার উৎস; **চিচ্ছিদুঃ**—কেটে ফেলেছিল; **বৃক্ষান্**—বৃক্ষসমূহ; **কেচিৎ**—কোন; **পরশু-পাণয়ঃ**—হাতে কুঠার নিয়ে; **প্রাদহন্**—দগ্ধ করেছিল; **শরণানি**—আবাস; **একে**—অন্য দৈত্যেরা; **প্রজানাম্**—প্রজাদের; **জ্বলিত**—প্রজ্বলিত; **উল্মুকৈঃ**—জ্বলন্ত কাষ্ঠ।

অনুবাদ

কোন কোন দানব খনিত্র দ্বারা সেতু, প্রাচীর, পুরদ্বারসমূহ ভেঙ্গে ফেলেছিল। কেউ কেউ কুঠার হাতে আম, কাঁঠাল প্রভৃতি উপজীব্য বৃক্ষসমূহ কেটে ফেলেছিল। কোন কোন দৈত্য জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে প্রজাদের বাসস্থান দগ্ধ করেছিল।

তাৎপর্য

সাধারণত গাছ কাটা নিষেধ। বিশেষ করে যে সমস্ত গাছ মানব-সমাজের উপজীব্য সুস্বাদু ফল উৎপাদন করে, সেগুলি কখনই কাটা উচিত নয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার ফলের গাছ রয়েছে। ভারতবর্ষে আম, কাঁঠাল প্রভৃতি গাছই মুখ্য। অন্যান্য স্থানে আম, কাঁঠাল, নারকেল, বদরি প্রভৃতি গাছ রয়েছে। যে সমস্ত গাছ মানুষের জীবন ধারণের জন্য সুস্বাদু ফল উৎপন্ন করে, সেগুলি কখনই কাটা উচিত নয়। এটিই শাস্ত্রের নির্দেশ।

শ্লোক ১৬

এবং বিপ্রকৃতে লোকে দৈত্যেন্দ্রানুচরৈর্মুহুঃ ।
দিবং দেবাঃ পরিত্যজ্য ভুবি চেরুরলক্ষিতাঃ ॥ ১৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **বিপ্রকৃতে**—বিচলিত হয়ে; **লোকে**—যখন জনসাধারণ; **দৈত্য-ইন্দ্র-অনুচরৈঃ**—দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর অনুচরদের দ্বারা; **মুহুঃ**—বার বার; **দিবম্**—স্বর্গলোক; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **পরিত্যজ্য**—পরিত্যাগ করে; **ভুবি**—পৃথিবীতে; **চেরুঃ**—বিচরণ করেছিলেন (উপদ্রবের পরিধি দর্শন করার জন্য); **অলক্ষিতাঃ**—দৈত্যদের অগোচরে।

অনুবাদ

এইভাবে হিরণ্যকশিপুর অনুচরদের দ্বারা বার বার অস্বাভাবিকভাবে উপদ্রুত হওয়ায়, মানুষেরা বৈদিক কার্যকলাপ বন্ধ করে দিয়েছিল। তার ফলে যজ্ঞভাগ না পেয়ে দেবতারাও অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। তাঁরা তখন স্বর্গলোক পরিত্যাগ করে দৈত্যদের অলক্ষিতভাবে, তাদের উপদ্রবের ক্ষয়ক্ষতি দর্শন করার জন্য পৃথিবীতে বিচরণ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে, যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে মানুষ এবং দেবতা উভয়েরই মঙ্গল হয়। অসুরদের উপদ্রবের ফলে যখন যজ্ঞ অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়, তখন দেবতারা স্বভাবতই যজ্ঞের ফল থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে যথাযথভাবে তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করতে পারেন না। তাই তাঁরা পৃথিবীতে এসেছিলেন মানুষ কিভাবে উপদ্রুত হয়েছে তা দেখবার জন্য এবং কি করা কর্তব্য তা স্থির করার জন্য।

শ্লোক ১৭

হিরণ্যকশিপুর্ভ্রাতুঃ সম্পরেতস্য দুঃখিতঃ ।
কৃত্বা কটোদকাদীনি ভ্রাতৃপুত্রানসান্ত্বয়ৎ ॥ ১৭ ॥

হিরণ্যকশিপুঃ—হিরণ্যকশিপু; **ভ্রাতুঃ**—ভ্রাতার; **সম্পরেতস্য**—মৃত; **দুঃখিতঃ**—অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে; **কৃত্বা**—অনুষ্ঠান করে; **কটোদক-আদীনি**—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া; **ভ্রাতৃপুত্রান্**—ভ্রাতুষ্পুত্রদের; **অসান্ত্বয়ৎ**—সান্ত্বনা দিয়েছিল।

অনুবাদ

ভ্রাতার মৃত্যুতে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে, হিরণ্যকশিপু তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান করে ভ্রাতুষ্পুত্রদের সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

শ্লোক ১৮-১৯

শকুনিং শম্বরং ধৃষ্টিং ভূতসন্তাপনং বৃকম্ ।
কালনাভং মহানাভং হরিশ্মশ্রুমথোৎকচম্ ॥ ১৮ ॥
তন্মাতরং রুষাভানুং দিতিং চ জননীং গিরা ।
শ্লক্ষ্ণয়া দেশকালজ্ঞ ইদমাহ জনেশ্বর ॥ ১৯ ॥

শকুনিম্—শকুনি; **শম্বরম্**—শম্বর; **ধৃষ্টিম্**—ধৃষ্টি; **ভূত-সন্তাপনম্**—ভূতসন্তাপন; **বৃকম্**—বৃক; **কালনাভম্**—কালনাভ; **মহানাভম্**—মহানাভ; **হরিশ্মশ্রুম্**—হরিশ্মশ্রু; **অথ**—এবং; **উৎকচম্**—উৎকচ; **তৎ-মাতরম্**—তাদের মাতা; **রুষাভানুম্**—রুষাভানু; **দিতিম্**—দিতি; **চ**—এবং; **জননীম্**—মাতা; **গিরা**—বাক্যের দ্বারা; **শ্লক্ষ্ণয়া**—অত্যন্ত মধুর; **দেশ-কালজ্ঞঃ**—কাল এবং পরিস্থিতি সম্বন্ধে বুঝতে যে অত্যন্ত দক্ষ ছিল; **ইদম্**—এই; **আহ**—বলেছিলেন; **জন-ঈশ্বর**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে রাজন্, হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল, কিন্তু যেহেতু সে ছিল একজন মস্ত বড় রাজনীতিজ্ঞ, তাই সে জানত কিভাবে স্থান এবং কাল অনুসারে আচরণ করতে হয়। মধুর বাক্যে সে শকুনি, শম্বর, ধৃষ্টি, ভূতসন্তাপন, বৃক, কালনাভ, মহানাভ, হরিশ্মশ্রু এবং উৎকচ নামক তার ভ্রাতুষ্পুত্রদের এবং তাদের মাতা, তার ভ্রাতৃবধূ রুষাভানু এবং তার নিজ মাতা দিতিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল।

শ্লোক ২০

শ্রীহিরণ্যকশিপুরুবাচ

অম্বাম্ব হে বধূঃ পুত্রা বীরং মার্হথ শোচিতুম্ ।
রিপোরভিমুখে শ্লাঘ্যঃ শূরাণাং বধ ঈপ্সিতঃ ॥ ২০ ॥

শ্রী-হিরণ্যকশিপুঃ উবাচ—হিরণ্যকশিপু বলেছিল; **অম্ব অম্ব**—হে মাতঃ; **হে**—হে; **বধূঃ**—হে ভ্রাতৃবধূ; **পুত্রাঃ**—হে ভ্রাতুষ্পুত্রগণ; **বীরম্**—বীর; **মা**—না; **অর্হথ**—

তোমাদের উপযুক্ত; শোচিতুম্—শোক করা; রিপোঃ—শত্রুর; অভিমুখে—সম্মুখে; শ্লাঘ্যঃ—প্রশংসনীয়; শূরাণাম্—যারা প্রকৃতপক্ষে মহান; বধঃ—বধ; ঈপ্সিতঃ—বাঞ্ছিত।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু বলল—হে মাতঃ, হে ভ্রাতৃবধূ, হে ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, মহান বীরের মৃত্যুতে তোমরা শোক করো না, কারণ শত্রুর সম্মুখে বীরের মৃত্যু অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং বাঞ্ছনীয়।

শ্লোক ২১

ভূতানামিহ সংবাসঃ প্রপায়ামিব সুব্রতে ।
দৈবেনৈকত্র নীতানামুন্নীতানাং স্বকর্মভিঃ ॥ ২১ ॥

ভূতানাম্—সমস্ত জীবদের; ইহ—এই জড় জগতে; সংবাসঃ—একত্রে বাস করে; প্রপায়াম্—পানীয় জলের স্থানে; ইব—সদৃশ; সুব্রতে—হে মাতঃ; দৈবেন—দৈবের আয়োজনে; একত্র—এক স্থানে; নীতানাম্—যাদের আনা হয়েছে; উন্নীতানাম্—যারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে; স্ব-কর্মভিঃ—তাদের কর্মফলের দ্বারা।

অনুবাদ

হে মাতঃ, ভোজনশালায় অথবা পানশালায় যেমন পথিকেরা একত্রে মিলিত হয়, এবং জলপান করার পর তারা তাদের গন্তব্যস্থল অভিমুখে গমন করে, তেমনই জীবেরা কোন পরিবারে একত্রে মিলিত হয়, এবং তারপর তাদের কর্মফল অনুসারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে যার নিজের গন্তব্যস্থল অভিমুখে গমন করে।

তাৎপর্য

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

"মোহাচ্ছন্ন জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবশত জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা ক্রিয়মান সমস্ত কার্যকে স্বীয় কার্য বলে মনে করে 'আমি কর্তা'—এই রকম অভিমান করে।" (*গীতা* ৩/২৭) সমস্ত জীবই প্রকৃতির পরিচালনা অনুসারে কর্ম করে, কারণ জড় জগতে আমরা সকলেই দৈবের নিয়ন্ত্রণাধীন। সমস্ত জীবেরা এই জড় জগতে

এসেছে কারণ তারা শ্রীকৃষ্ণের মতো উপভোগ করার বাসনা করেছে, এবং তাদের উপভোগের বাসনার মাত্রা অনুসারে তারা এখানে আবদ্ধ হয়েছে। জড় জগতের তথাকথিত পরিবার কয়েকটি ব্যক্তির একটি গৃহে তাদের কারাগারের মেয়াদ ভোগ করারই নামান্তর। অপরাধীদের দণ্ডভোগের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে, তারা কারাগারের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তারপর তারা যে যার নিজের গন্তব্যস্থলের অভিমুখে চলে যায়। তেমনই 'আমরাও আমাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ক্ষণিকের জন্য মিলিত হয়েছি এবং তারপর আমরা আমাদের নিজেদের গন্তব্য অভিমুখে চলে যাব। পরিবারের সদস্যদের মিলনকে নদীর তরঙ্গে ভাসমান খড়কুটার মিলনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই সমস্ত খড়কুটাগুলি নদীর আবর্তে ক্ষণিকের জন্য মিলিত হয়, তারপর তারা সেই তরঙ্গের আঘাতেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং কখনও তাদের আর মিলন হয় না।

হিরণ্যকশিপু যদিও ছিল দৈত্য, তবুও তার বৈদিক জ্ঞান এবং উপলব্ধি ছিল। এইভাবে সে যে তার মাতা, ভ্রাতৃবধূ, ভ্রাতুষ্পুত্র আদি পরিবারের সদস্যদের উপদেশ দিয়েছে তা যথাযথ ছিল। শাস্ত্রজ্ঞানে দৈত্যদের অত্যন্ত উন্নত বলে বিবেচনা করা হয়, কিন্তু যেহেতু তারা ভগবানের সেবায় তাদের বুদ্ধি ব্যবহার করে না, তাই তাদের বলা হয় অসুর। কিন্তু দেবতারা অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা সহকারে ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য আচরণ করে। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১৩) প্রতিপন্ন হয়েছে—

অতঃ পুম্ভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥

"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তাই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, স্বীয় প্রবণতা অনুসারে বর্ণাশ্রম-ধর্ম পালন করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টি-বিধান করাই হচ্ছে স্ব-ধর্মের চরম ফল।" দেবতা হতে হলে অথবা দেবতাদের মতো হতে হলে, বৃত্তি নির্বিশেষে ভগবানের প্রসন্নতা-বিধানের চেষ্টা করা কর্তব্য।

শ্লোক ২২

নিত্য আত্মাব্যয়ঃ শুদ্ধঃ সর্বগঃ সর্ববিৎ পরঃ ।
ধত্তেঽসাবাত্মনো লিঙ্গং মায়য়া বিসৃজন্ গুণান্ ॥ ২২ ॥

নিত্যঃ—নিত্য; **আত্মা**—আত্মা; **অব্যয়ঃ**—অক্ষয়; **শুদ্ধঃ**—নির্মল; **সর্বগঃ**—জড় জগৎ অথবা চিৎ-জগতের যে কোন স্থানে যেতে সক্ষম; **সর্ববিৎ**—সর্বজ্ঞ; **পরঃ**—জড়

জগতের অতীত; **ধত্তে**—ধারণ করে; **অসৌ**—সেই আত্মা; **আত্মনঃ**—আত্মার; **লিঙ্গম্**—দেহ; **মায়য়া**—জড়া প্রকৃতির দ্বারা; **বিসৃজন্**—সৃষ্টি করে; **গুণান্**—বিবিধ জড় গুণ।

অনুবাদ

জীবাত্মার মৃত্যু নেই, কারণ সে নিত্য এবং অব্যয়। জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে, সে জড় জগৎ অথবা চিৎ-জগতের যে কোন স্থানে যেতে পারে। সে পূর্ণ জ্ঞানময় এবং সর্বতোভাবে জড় দেহ থেকে ভিন্ন, কিন্তু তার ক্ষুদ্র স্বাধীনতার অপব্যবহার করার ফলে, তাকে জড়া প্রকৃতির সৃষ্ট সূক্ষ্ম এবং স্থূল শরীর ধারণ করতে বাধ্য হতে হয় এবং তার ফলে তাকে তথাকথিত সুখ এবং দুঃখ ভোগ করতে হয়। তাই আত্মার দেহত্যাগে শোক করা উচিত নয়।

তাৎপর্য

হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা সহকারে আত্মার স্থিতি বর্ণনা করেছে। আত্মা কখনই শরীর নয়, তা শরীর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। নিত্য এবং অব্যয় হওয়ার ফলে আত্মার মৃত্যু নেই, কিন্তু সেই শুদ্ধ আত্মা যখন স্বতন্ত্রভাবে জড় জগৎকে ভোগ করার বাসনা করে, তখন তাকে জড়া প্রকৃতির বদ্ধ অবস্থায় স্থাপন করা হয় এবং তখন তাকে কোন একটি বিশেষ শরীর ধারণ করে সুখ ও দুঃখ ভোগ করতে হয়। সেই কথা শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতাতেও* (১৩/২২) বর্ণনা করেছেন, *কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু*—জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে, জীব বিভিন্ন পরিবারে অথবা যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। জীব যখন জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তখন তাকে কোন বিশেষ প্রকার শরীর ধারণ করতে হয়, যা ভগবানের নির্দেশে জড়া প্রকৃতি তাকে দান করে।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

"হে অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান।" (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬১) দেহটি ঠিক একটি যন্ত্রের মতো এবং জীব তার কর্ম অনুসারে কোন বিশেষ প্রকার যন্ত্র প্রাপ্ত হয়, যাতে সে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীনে ইতস্তত ভ্রমণ করতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ভগবানের শরণাগত হয়, ততক্ষণ তাকে এইভাবে ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করতে হয়। *(মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে)*। ভগবানের শরণাগত না হওয়া পর্যন্ত বদ্ধ জীবকে জড়া প্রকৃতির আয়োজনে এক দেহ থেকে আর এক দেহে ভ্রমণ করতে হয়।

শ্লোক ২৩

যথাম্ভসা প্রচলতা তরবোঽপি চলা ইব ।
চক্ষুষা ভ্রাম্যমাণেন দৃশ্যতে চলতীব ভূঃ ॥ ২৩ ॥

যথা—যেমন; **অম্ভসা**—জলের দ্বারা; **প্রচলতা**—চঞ্চল; **তরবঃ**—(নদীর তটস্থিত) বৃক্ষসমূহ; **অপি**—ও; **চলাঃ**—চঞ্চল; **ইব**—যেন; **চক্ষুষা**—চক্ষুর দ্বারা; **ভ্রাম্যমাণেন**—ঘূর্ণিত হলে; **দৃশ্যতে**—দৃষ্ট হয়; **চলতী**—ঘূর্ণায়মান; **ইব**—যেন; **ভূঃ**—ভূমি।

অনুবাদ

জল চঞ্চল হলে যেমন তীরস্থিত জলে প্রতিবিম্বিত বৃক্ষগুলিও চঞ্চল বলে মনে হয়, তেমনই মানসিক বিকারের ফলে যখন চক্ষু ঘূর্ণিত হয়, তখন ভূমিও ঘুরছে বলে মনে হয়।

তাৎপর্য

কখনও কখনও মানসিক বিকারের ফলে ভূমি ঘুরছে বলে মনে হয়। মাতাল অথবা হৃদরোগাক্রান্ত ব্যক্তির এই প্রকার অনুভূতি হয়ে থাকে। তেমনই গতিশীল নদীর জলে প্রতিবিম্বিত তীরস্থিত বৃক্ষগুলিকেও গতিশীল বলে মনে হয়। এগুলি মায়ার ক্রিয়া। প্রকৃতপক্ষে জীব অচল এবং স্থির (*স্থাণুরচলোঽয়ম্*)। জীব জন্মগ্রহণ করে না এবং তার মৃত্যু হয় না, কিন্তু নশ্বর সূক্ষ্ম এবং স্থূল দেহের ফলে, মনে হয় যেন জীব এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যাচ্ছে অথবা তার মৃত্যু হয়েছে এবং চিরকালের জন্য সে চলে গেছে। মহান বৈষ্ণব কবি জগদানন্দ পণ্ডিত বলেছেন—

পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয় ।
মায়গ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয় ॥

প্রেমবিবর্তের এই উক্তি অনুসারে জীব যখন জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তখন তার অবস্থা ঠিক একটি পিশাচীগ্রস্ত মানুষের মতো হয়। তাই মানুষের বোঝা উচিত যে, আত্মার স্থিতি কিভাবে স্থির এবং জড়া প্রকৃতির তরঙ্গের দ্বারা শোক ও মোহের প্রভাবে বিভিন্ন শরীরে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সে কিভাবে বাহিত হচ্ছে। মানুষ যখন তার আত্মার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করে জড়া প্রকৃতির দ্বারা (*প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ*) সৃষ্ট বিভিন্ন অবস্থায় অবিচলিত থাকে, তখন তার জীবন সার্থক হয়।

শ্লোক ২৪

এবং গুণৈর্ভ্রাম্যমাণে মনস্যবিকলঃ পুমান্ ।
যাতি তৎসাম্যতাং ভদ্রে হ্যলিঙ্গো লিঙ্গবানিব ॥ ২৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **গুণৈঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা; **ভ্রাম্যমাণে**—যখন বিচলিত হয়; **মনসি**—মন; **অবিকলঃ**—পরিবর্তনহীন; **পুমান্**—জীব; **যাতি**—যায়; **তৎ-সাম্যতাম্**—মনের চঞ্চলতার মতো অবস্থা; **ভদ্রে**—হে মাতঃ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অলিঙ্গঃ**—সূক্ষ্ম এবং স্থূল শরীর রহিত; **লিঙ্গবান্**—জড় দেহ সমন্বিত; **ইব**—যেন।

অনুবাদ

হে মাতঃ, তেমনই মন যখন জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা বিচলিত হয়, তখন জীব যদিও সূক্ষ্ম এবং স্থূল শরীরের বিভিন্ন অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, তবুও মনে করে যে, সে এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায় পরিবর্তিত হচ্ছে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৮৪/১৩) উল্লেখ করা হয়েছে—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্
জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥

"যে মানুষ কফ, পিত্ত এবং বায়ুর দ্বারা রচিত দেহটিকে তার আত্মা বলে মনে করে, তার শরীর থেকে উপজাত অন্য শরীরগুলিকে তার আত্মীয়স্বজন বলে মনে করে, তার জন্মস্থানকে পূজনীয় বলে মনে করে এবং যে ব্যক্তি তীর্থস্থানে আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গ করার পরিবর্তে কেবল স্নান করার জন্য যায়, সে একটি গরু অথবা গাধার মতো।" হিরণ্যকশিপু যদিও ছিল এক মহাদৈত্য, তবুও সে আধুনিক যুগের মানুষদের মতো মূর্খ ছিল না। আত্মা এবং সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর সম্বন্ধে তার স্পষ্ট জ্ঞান ছিল, কিন্তু আধুনিক যুগের মানুষেরা এতই অধঃপতিত হয়েছে যে, প্রায় সকলেই, এমন কি বড় বড় বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং অন্যান্য নেতাদেরও জড় দেহ এবং আত্মার পার্থক্য সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই। শাস্ত্রে এই প্রকার দেহাত্মবুদ্ধি সমন্বিত জীবনের নিন্দা করা হয়েছে। *স এব গোখরঃ*—এই প্রকার ব্যক্তিরা গরু অথবা গাধার মতো।

হিরণ্যকশিপু তার আত্মীয়দের উপদেশ দিয়েছে যে, যদিও তার ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষের স্থূল দেহের মৃত্যু হয়েছে এবং সেই জন্য তারা শোক করছে, তবুও হিরণ্যাক্ষের মহান আত্মার জন্য তাদের শোক করা উচিত নয়, কারণ সে ইতিমধ্যেই তার পরবর্তী গতি প্রাপ্ত হয়েছে। আত্মা সর্বদাই অপরিবর্তনীয় (*অবিকলঃ পুমান্*)। আমরা আত্মা, কিন্তু মানসিক কার্যকলাপের দ্বারা (মনোধর্মের দ্বারা) যখন আমরা পরিচালিত হই, তখন আমাদের জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়। তা সাধারণত হয় অভক্তদের। *হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণাঃ*—অভক্তদের অনেক জড় গুণ থাকতে পারে, কিন্তু যেহেতু তারা মূর্খ তাই তাদের কোন ভাল গুণই নেই। জড় জগতে বদ্ধ জীবদের উপাধিগুলি মৃতদেহের অলঙ্কারের মতো। আত্মা সম্বন্ধে এবং এই জড় জগতের প্রভাবের ঊর্ধ্বে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বদ্ধ জীবের কোন জ্ঞান নেই।

শ্লোক ২৫-২৬

এষ আত্মবিপর্যাসো হ্যলিঙ্গে লিঙ্গভাবনা ।
এষ প্রিয়াপ্রিয়ৈর্যোগো বিয়োগঃ কর্মসংসৃতিঃ ॥ ২৫ ॥
সম্ভবশ্চ বিনাশশ্চ শোকশ্চ বিবিধঃ স্মৃতঃ ।
অবিবেকশ্চ চিন্তা চ বিবেকাস্মৃতিরেব চ ॥ ২৬ ॥

এষঃ—এই; **আত্ম-বিপর্যাসঃ**—জীবের মোহ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অলিঙ্গে**—যার জড় দেহ নেই; **লিঙ্গভাবনা**—দেহ অভিমান; **এষঃ**—এই; **প্রিয়**—যারা অত্যন্ত প্রিয় তাদের সঙ্গে; **অপ্রিয়ৈঃ**—এবং যারা প্রিয় নয় (শত্রু, অনাত্মীয় ইত্যাদি) তাদের সঙ্গে; **যোগঃ**—সংযোগ; **বিয়োগঃ**—বিচ্ছেদ; **কর্ম**—কর্মফল; **সংসৃতিঃ**—সংসার; **সম্ভবঃ**—জন্মগ্রহণ করে; **চ**—এবং; **বিনাশঃ**—এবং মৃত্যুবরণ করে; **চ**—এবং; **শোকঃ**—শোক; **চ**—এবং; **বিবিধঃ**—বিভিন্ন প্রকার; **স্মৃতঃ**—শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে; **অবিবেকঃ**—বিবেকের অভাব; **চ**—এবং; **চিন্তা**—উদ্বেগ; **চ**—ও; **বিবেক**—যথাযথ বিবেকের; **অস্মৃতিঃ**—বিস্মৃতি; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **চ**—ও।

অনুবাদ

জীব মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় তার দেহ এবং মনকে আত্মা বলে মনে করে, কোন ব্যক্তিকে তার আপন এবং অন্য কোন ব্যক্তিকে পর বলে মনে করে। এই ভ্রান্তির ফলে সে দুঃখভোগ করে। প্রকৃতপক্ষে তার এই মনোভাবই এই জড় জগতে

তথাকথিত সুখ এবং দুঃখের কারণ। এইভাবে অবস্থিত হওয়ার ফলে বদ্ধ জীবকে বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে বিভিন্ন চেতনায় কার্য করতে হয়, এবং তার ফলে নতুন দেহের সৃষ্টি হয়। এই নিরন্তর জড়-জাগতিক জীবনকে বলা হয় সংসার। এই সংসারের ফলেই জন্ম, মৃত্যু, শোক, মোহ ও চিন্তার উদয় হয়। এইভাবে কখনও আমাদের বিবেকের উদয় হয় এবং কখনও আমরা অজ্ঞানের অন্ধকারে পতিত হই।

শ্লোক ২৭

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
যমস্য প্রেতবন্ধূনাং সংবাদং তং নিবোধত ॥ ২৭ ॥

অত্র—এই সম্পর্কে; অপি—বস্তুতপক্ষে; উদাহরন্তি—দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়; ইমম্—এই; ইতিহাসম্—ইতিহাসের; পুরাতনম্—অতি প্রাচীন; যমস্য—যমরাজের, যিনি মৃত্যুর পর পাপ-পুণ্যের বিচার করেন; প্রেত-বন্ধূনাম্—মৃত ব্যক্তির বন্ধুদের; সংবাদম্—আলোচনা; তম্—তা; নিবোধত—বুঝতে চেষ্টা কর।

অনুবাদ

এই বিষয়ে একটি প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এতে যমরাজ এবং মৃত ব্যক্তির বান্ধবদের আলোচনা বর্ণনা করা হয়েছে। দয়া করে তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

ইতিহাসং পুরাতনম্ শব্দ দুইটির অর্থ 'প্রাচীন ইতিহাস'। পুরাণগুলি কালের ক্রম অনুসারে লিপিবদ্ধ হয়নি, সেগুলি পুরাকালের বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ। *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে সমস্ত *পুরাণের* সার *মহাপুরাণ*। মায়াবাদীরা *পুরাণকে* স্বীকার করে না, কিন্তু শ্রীল মধ্বাচার্য এবং অন্যান্য মহাজনেরা সেগুলিকে পৃথিবীর প্রামাণিক ইতিহাসরূপে স্বীকার করেছেন।

শ্লোক ২৮

উশীনরেষ্বভূদ্রাজা সুযজ্ঞ ইতি বিশ্রুতঃ ।
সপত্নৈর্নিহতো যুদ্ধে জ্ঞাতয়স্তমুপাসত ॥ ২৮ ॥

উশীনরেষু—উশীনর নামক রাজ্যে; **অভূৎ**—ছিলেন; **রাজা**—এক রাজা; **সুযজ্ঞঃ**—সুযজ্ঞ; **ইতি**—এই প্রকার; **বিশ্রুতঃ**—বিখ্যাত; **সপত্নৈঃ**—শত্রুদের দ্বারা; **নিহতঃ**—নিহত; **যুদ্ধে**—যুদ্ধে; **জ্ঞাতয়ঃ**—আত্মীয়স্বজন; **তম্**—তাঁকে; **উপাসত**—চারদিক বেষ্টন করে উপবেশন করেছিল।

অনুবাদ

উশীনর নামক রাজ্যে সুযজ্ঞ নামক এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি যুদ্ধে শত্রুদের হস্তে নিহত হলে, তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা তাঁর মৃতদেহের চারদিকে বেষ্টন করে শোক করছিলেন।

শ্লোক ২৯-৩১

বিশীর্ণরত্নকবচং বিভ্রষ্টাভরণস্রজম্ ।
শরনির্ভিন্নহৃদয়ং শয়ানমসৃগাবিলম্ ॥ ২৯ ॥
প্রকীর্ণকেশং ধ্বস্তাক্ষং রভসা দষ্টদচ্ছদম্ ।
রজঃকুণ্ঠমুখাম্ভোজং ছিন্নায়ুধভুজং মৃধে ॥ ৩০ ॥
উশীনরেন্দ্রং বিধিনা তথা কৃতং
পতিং মহিষ্যঃ প্রসমীক্ষ্য দুঃখিতাঃ ।
হতাঃ স্ম নাথেতি করৈরুরো ভৃশং
ঘ্নন্ত্যো মুহুস্তৎপদয়োরুপাপতন্ ॥ ৩১ ॥

বিশীর্ণ—ইতস্তত বিক্ষিপ্ত; **রত্ন**—রত্ননির্মিত; **কবচম্**—রক্ষা কবচ; **বিভ্রষ্ট**—ভ্রষ্ট হয়েছে; **আভরণ**—অলঙ্কার; **স্রজম্**—মালা; **শর-নির্ভিন্ন**—বাণের দ্বারা বিদ্ধ; **হৃদয়ম্**—হৃদয়; **শয়ানম্**—শায়িত; **অসৃক্-আবিলম্**—রক্তাক্ত; **প্রকীর্ণ-কেশম্**—বিক্ষিপ্ত কেশপাশ; **ধ্বস্ত-অক্ষম্**—নিষ্প্রভ চক্ষু; **রভসা**—ক্রোধে; **দষ্ট**—দংশিত; **দচ্ছদম্**—অধর; **রজঃকুণ্ঠ**—ধূলিধূসরিত; **মুখাম্ভোজম্**—তার মুখ, যা পূর্বে পদ্মসদৃশ সুন্দর ছিল; **ছিন্ন**—ছিন্ন; **আয়ুধ-ভুজম্**—তার বাহু এবং অস্ত্র; **মৃধে**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **উশীনর-ইন্দ্রম্**—উশীনর রাজ্যের প্রভু; **বিধিনা**—দৈববশত; **তথা**—এইভাবে; **কৃতম্**—এই অবস্থা প্রাপ্ত; **পতিম্**—পতিকে; **মহিষ্যঃ**—মহিষীগণ; **প্রসমীক্ষ্য**—দর্শন করে; **দুঃখিতাঃ**—অত্যন্ত দুঃখিতা; **হতাঃ**—নিহত; **স্ম**—নিশ্চিতভাবে; **নাথ**—হে প্রভু; **ইতি**—এইভাবে; **করৈঃ**—হস্তের দ্বারা; **উরঃ**—বক্ষঃস্থল; **ভৃশম্**—নিরন্তর; **ঘ্নন্ত্যঃ**—আঘাত করে; **মুহুঃ**—বার বার; **তৎ-পদয়োঃ**—রাজার পায়ে; **উপাপতন্**—পতিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

তাঁর রত্নময় কবচ বিশীর্ণ হয়েছিল এবং আভরণ ও মালা স্থানচ্যুত হয়েছিল, তাঁর কেশপাশ বিক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং চক্ষুদ্বয় নিষ্প্রভ হয়েছিল, এইভাবে শত্রুর বাণের দ্বারা হৃদয় নির্ভিন্ন হয়ে নিহত সেই রাজার রুধিরাপ্লুত কলেবর যুদ্ধক্ষেত্রে শায়িত ছিল। মৃত্যুর সময় রাজা তাঁর বীরত্ব প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন এবং তার ফলে তিনি তাঁর অধর দংশন করেছিলেন এবং তাঁর দাঁত সেইভাবেই ছিল। তাঁর পদ্মের মতো সুন্দর মুখমণ্ডল এখন কালো হয়ে গেছে এবং তা যুদ্ধক্ষেত্রের ধুলায় ধূসরিত। তাঁর বাহু এবং অস্ত্রশস্ত্র ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। মহারাজ উশীনরের মহিষীরা তাঁদের স্বামীর মৃতদেহ দর্শন করে ক্রন্দন করতে করতে বলেছিলেন, "হে নাথ, তুমি নিহত হয়েছ, আমরাও হত হয়েছি।" বার বার এইভাবে আক্ষেপ করে তাঁরা তাঁদের বক্ষে আঘাত করতে করতে তাঁর পায়ে পতিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে *রভসা দষ্টদচ্ছদম্* শব্দগুলি ইঙ্গিত করে যে, মৃত রাজা যুদ্ধ করার সময় ক্রোধে তাঁর অধর দংশন করে বীর্য প্রদর্শন করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিধির বিধানে (*বিধিনা*) তিনি নিহত হয়েছিলেন। তা প্রমাণ করে যে আমরা দৈবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; আমাদের নিজেদের শক্তি বা প্রচেষ্টা চরম নয়। তাই ভগবানের দ্বারা প্রদত্ত স্থিতি আমাদের স্বীকার করা উচিত।

শ্লোক ৩২

রুদত্য উচ্চৈর্দয়িতাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং
সিঞ্চন্ত্য অস্রৈঃ কুচকুঙ্কুমারুণৈঃ ।
বিস্রস্তকেশাভরণাঃ শুচং নৃণাং
সৃজন্ত্য আক্রন্দনয়া বিলেপিরে ॥ ৩২ ॥

রুদত্যঃ—ক্রন্দন করে; **উচ্চৈঃ**—অতি উচ্চস্বরে; **দয়িত**—তাঁদের প্রিয় পতির; **অঙ্ঘ্রি-পঙ্কজম্**—পাদপদ্ম; **সিঞ্চন্ত্যঃ**—সিক্ত করে; **অস্রৈঃ**—অশ্রুর দ্বারা; **কুচ-কুঙ্কুম-অরুণৈঃ**—তাদের বক্ষের কুমকুমের দ্বারা রক্তিম; **বিস্রস্ত**—বিক্ষিপ্ত; **কেশ**—কেশ; **আভরণাঃ**—এবং অলঙ্কার; **শুচম্**—শোক; **নৃণাম্**—মানুষদের; **সৃজন্ত্যঃ**—সৃষ্টি করে; **আক্রন্দনয়া**—অত্যন্ত করুণভাবে ক্রন্দন করতে করতে; **বিলেপিরে**—বিলাপ করেছিলেন।

অনুবাদ

মহিষীরা যখন উচ্চস্বরে ক্রন্দন করছিলেন, তখন তাঁদের অশ্রুধারা তাঁদের কুচ-কুমকুমে রঞ্জিত হয়ে তাঁদের পতির পাদপদ্মে পতিত হয়েছিল। তাঁদের কেশপাশ বিক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং অলঙ্কার খসে পড়েছিল। এইভাবে তাঁরা সকলের অন্তরে শোক উৎপাদন করে তাঁদের পতির মৃত্যুতে বিলাপ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৩

অহো বিধাত্রাকরুণেন নঃ প্রভো
ভবান্ প্রণীতো দৃগগোচরাং দশাম্ ।
উশীনরাণামসি বৃত্তিদঃ পুরা
কৃতোঽধুনা যেন শুচাং বিবর্ধনঃ ॥ ৩৩ ॥

অহো—হায়; বিধাত্রা—বিধাতার দ্বারা; অকরুণেন—যিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর; নঃ—আমাদের; প্রভু—হে প্রভো; ভবান্—আপনি; প্রণীতঃ—নিয়ে গেছে; দৃক্—দৃষ্টির; অগোচরাম্—সীমার অতীত; দশাম্—অবস্থায়; উশীনরাণাম্—উশীনরবাসীদের; অসি—আপনি ছিলেন; বৃত্তিদঃ—জীবিকা প্রদানকারী; পুরা—পূর্বে; কৃতঃ—সমাপ্ত; অধুনা—এখন; যেন—যার দ্বারা; শুচাম্—শোকে; বিবর্ধনঃ—বর্ধন করে।

অনুবাদ

হে প্রভু, নিষ্ঠুর বিধাতা আপনাকে আমাদের চক্ষুর অগোচরে নিয়ে গেছে। পূর্বে আপনি উশীনরবাসীদের বৃত্তি প্রদান করে পালন করতেন এবং তার ফলে তারা সুখী ছিল, কিন্তু এখন আপনার এই অবস্থা তাদের শোকের কারণ হয়েছে।

শ্লোক ৩৪

ত্বয়া কৃতজ্ঞেন বয়ং মহীপতে
কথং বিনা স্যাম সুহৃত্তমেন তে ।
তত্রানুযানং তব বীর পাদয়োঃ
শুশ্রূষতীনাং দিশ যত্র যাস্যসি ॥ ৩৪ ॥

ত্বয়া—আপনি; **কৃতজ্ঞেন**—অত্যন্ত কৃতজ্ঞ; **বয়ম্**—আমরা; **মহীপতে**—হে রাজন্; **কথম্**—কিভাবে; **বিনা**—ব্যতীত; **স্যাম**—বেঁচে থাকব; **সুহৃৎ-তমেন**—আমাদের পরম সুহৃদ; **তে**—আপনার; **তত্র**—সেখানে; **অনুযানম্**—অনুগমন করে; **তব**—আপনার; **বীর**—হে বীর; **পাদয়োঃ**—শ্রীপাদপদ্মের; **শুশ্রূষতীনাম্**—যারা সেবায় যুক্ত; **দিশ**—কৃপা করে আদেশ করুন; **যত্র**—যেখানে; **যাস্যসি**—আপনি যাবেন।

অনুবাদ

হে রাজন্, হে বীর, আপনি আমাদের অত্যন্ত কৃতজ্ঞ পতি এবং পরম সুহৃৎ ছিলেন। আপনাকে ছাড়া আমরা কিভাবে প্রাণ ধারণ করব? হে বীর, আপনি যেখানে যাচ্ছেন আমাদেরও সেই স্থানে অনুগমন করতে আদেশ করুন। আমরা সেখানে গিয়ে আপনার পদদ্বয়ের সেবা করব। আমাদেরও আপনি আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন!

তাৎপর্য

পূর্বে ক্ষত্রিয় রাজারা সাধারণত বহু পত্নীকে বিবাহ করতেন, এবং রাজার মৃত্যুর পর, বিশেষ করে যুদ্ধক্ষেত্রে, সমস্ত মহিষীরা তাঁর সহমৃতা হতেন। পাণ্ডবদের পিতা মহারাজ পাণ্ডুর মৃত্যুর পর তাঁর দুই পত্নী—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুনের মাতা কুন্তী এবং নকুল ও সহদেবের মাতা মাদ্রী—উভয়েই তাঁর সহমৃতা হতে চেয়েছিলেন। তারপর তাঁদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তাঁরা স্থির করেছিলেন যে, শিশু-পুত্রদের লালন-পালনের জন্য কুন্তী জীবিত থাকবেন, এবং মাদ্রী পতির সহমৃতা হবেন। এই সহমরণের প্রথা ভারতবর্ষে ইংরেজদের রাজত্বকাল পর্যন্ত বর্তমান ছিল, কিন্তু পরে কলিযুগের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায়, ক্রমশ পত্নীদের মনোভাবের পরিবর্তন হওয়াতে এই প্রথা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও গত পঞ্চাশ বছরে আমি দেখেছি যে, একজন ডাক্তারের পত্নী তাঁর পতির মৃত্যুর পর স্বেচ্ছায় সহমৃতা হয়েছিলেন। পতি এবং পত্নী উভয়কেই শোভাযাত্রা সহকারে শোকযানে করে নিয়ে যাওয়া হত। পতির প্রতি পতিব্রতা পত্নীর এই প্রকার গভীর প্রেম একটি বিশেষ আদর্শ।

শ্লোক ৩৫

এবং বিলপতীনাং বৈ পরিগৃহ্য মৃতং পতিম্ ।
অনিচ্ছতীনাং নির্হারমর্কোঽস্তং সংন্যবর্তত ॥ ৩৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **বিলপতীনাম্**—শোকার্তা রানীদের; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **পরিগৃহ্য**—কোলে করে; **মৃতম্**—মৃত; **পতিম্**—পতিকে; **অনিচ্ছতীনাম্**—ইচ্ছা না করে; **নির্হারম্**—দাহ করার জন্য মৃতদেহ নিয়ে যেতে; **অর্কঃ**—সূর্য; **অস্তম্**—অস্তাচলে; **সংন্যবর্তত**—গমন করলেন।

অনুবাদ

যদিও মৃতদেহ দাহ করার জন্য সময় উপযুক্ত ছিল, কিন্তু মহিষীরা তা নিয়ে যেতে না দিয়ে, তাঁদের মৃত পতিকে কোলে করে বিলাপ করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে সূর্য পশ্চিম দিকে অস্তাচলে গমন করলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক প্রথা অনুসারে, যদি কারও দিনের বেলা মৃত্যু হয়, তা হলে সেই মৃতদেহ অগ্নিতে দাহ করা হোক অথবা সমাধিস্থ করা হোক, তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সূর্যাস্তের পূর্বেই সম্পন্ন করা উচিত, এবং কারও যদি রাত্রিবেলা মৃত্যু হয়, তা হলে সূর্যোদয়ের পূর্বেই তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করা উচিত। আপাতদৃষ্টিতে রানীরা মৃত দেহটির জন্য শোক করছিলেন, যা ছিল কেবল জড় পদার্থ, এবং তাঁরা তা দাহ করার জন্য নিয়ে যেতে দিচ্ছিলেন না। এটি মূর্খ ব্যক্তিদের দেহাত্মবুদ্ধি-জনিত মোহের বন্ধনের প্রকাশ। স্ত্রীদের সাধারণত অল্পবুদ্ধি বলে মনে করা হয়। কেবল অজ্ঞানের ফলেই মহিষীরা মৃত দেহটিকে তাদের পতি বলে মনে করেছিলেন, এবং মনে করেছিলেন যে, যদি দেহটিকে তাঁরা আগলে রাখতে পারেন, তা হলে তাঁদের পতিও তাঁদের সঙ্গে থাকবেন। এই ধরনের দেহাত্মবুদ্ধি অবশ্যই *গোখর*—গরু এবং গাধাদের মনোবৃত্তি। আমরা দেখেছি যে, কখনও বাছুর মরে গেলে গোয়ালারা সেই বাছুরের ছাল দিয়ে একটি খড়ের দেহ বানিয়ে তা গরুর কাছে নিয়ে এসে গরুটিকে বোকা বানায়। গাভীটি তখন সেই বাছুরের ছাল লাগানো কাঠামোটি চাটতে থাকে এবং সেই বাছুরটিকে নিমিত্ত করে দুধ দেয়, নতুবা সে দুধ দিত না। শাস্ত্রে এই জন্যই দেহাত্মবুদ্ধি-সম্পন্ন মূর্খ মানুষদের একটি গরুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কেবল মূর্খ স্ত্রী এবং পুরুষেরাই তাদের দেহটিকে আত্মা বলে মনে করে না, আমরা দেখেছি যে তথাকথিত যোগীর মৃত্যুর পর, তার শিষ্যেরা তাদের গুরু সমাধিস্থ হয়েছে বলে মনে করে তার মৃতদেহটি বহুদিন ধরে রেখে দেয়। যখন দেহটি পচতে শুরু করে এবং দুর্ভাগ্যবশত দুর্গন্ধ তার যোগসিদ্ধিকে পরাভূত করে, তখন সেই তথাকথিত যোগীর মৃত দেহটিকে তার শিষ্যেরা দাহ করার অনুমতি দেয়। মূর্খদের মধ্যে এই প্রকার দেহাত্মবুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল, যাদের গরু

এবং গাধার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আজকাল বড় বড় সমস্ত বৈজ্ঞানিকেরা মৃতদেহগুলি ঠাণ্ডায় জমিয়ে রাখছে যাতে ভবিষ্যতে সেগুলি আবার বেঁচে উঠতে পারে। হিরণ্যকশিপু যে ঐতিহাসিক ঘটনাটি বর্ণনা করেছে, তা নিশ্চয় লক্ষ লক্ষ বছর আগে ঘটেছিল, কারণ হিরণ্যকশিপু লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিল আর এই ঘটনাটি তার কাছে ইতিহাস। অর্থাৎ সেই ঘটনাটি নিশ্চয়ই হিরণ্যকশিপুর জন্মের বহু পূর্বে ঘটেছিল, কিন্তু এখনও সেই একই প্রকার দেহাত্মবুদ্ধি-জনিত মূর্খতা রয়েছে। কেবল অনভিজ্ঞ জনসাধারণই নয়, বৈজ্ঞানিকেরাও মনে করে যে, হিমায়িত দেহগুলি তারা বাঁচিয়ে তুলতে পারবে।

রানীরা মৃতদেহটি দাহ করার জন্য দিতে চাইছিল না, কারণ তাঁদের পতির সহমৃতা হতে তাঁদের ভয় ছিল।

শ্লোক ৩৬

তত্র হ প্রেতবন্ধূনামাশ্রুত্য পরিদেবিতম্ ।
আহ তান্ বালকো ভূত্বা যমঃ স্বয়মুপাগতঃ ॥ ৩৬ ॥

তত্র—সেখানে; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **প্রেত-বন্ধূনাম্**—মৃত রাজার আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের; **আশ্রুত্য**—শ্রবণ করে; **পরিদেবিতম্**—উচ্চস্বরে বিলাপ (তা এতই উচ্চ ছিল যে যমালয় থেকে তা শোনা গিয়েছিল); **আহ**—বলেছিলেন; **তান্**—তাঁদের (শোকসন্তপ্ত রানীদের); **বালকঃ**—একটি বালক; **ভূত্বা**—হয়ে; **যমঃ**—যমরাজ; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **উপাগতঃ**—এসে।

অনুবাদ

রানীরা যখন রাজার মৃত শরীরের জন্য বিলাপ করে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করছিলেন, তখন যমালয় থেকেও যমরাজ তা শুনতে পেয়েছিলেন। একটি বালকের রূপ ধারণ করে, যমরাজ স্বয়ং মৃত রাজার আত্মীয়-স্বজনদের কাছে এসে এই উপদেশ দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যমরাজের বিচার অনুসারে জীবকে এক দেহ ত্যাগ করে অন্য আর এক দেহ গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয়। কিন্তু পূর্বের দেহটি দাহ বা অন্যান্য সংস্কারের দ্বারা বিনষ্ট না হওয়া পর্যন্ত বদ্ধ জীবাত্মার অন্য শরীরে প্রবেশ করা সম্ভব হয় না। জীব

তার পূর্ব শরীরটির প্রতি এত আসক্ত থাকে যে, সেই দেহটি ত্যাগ করার পরেও সে অন্য আর একটি দেহে প্রবেশ করতে চায় না, এবং ততক্ষণ তাকে প্রেত হয়ে থাকতে হয়। মৃত ব্যক্তি যদি পুণ্যবান হয়, তা হলে যমরাজ তাকে স্বস্তি দান করার জন্য অন্য শরীর প্রদান করেন। যেহেতু রাজার শরীরের সেই জীবাত্মা তার দেহের প্রতি আসক্ত ছিল, তাই সে প্রেতরূপে বিচরণ করছিল, এবং তাই যমরাজ তার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করে, তার শোকগ্রস্ত আত্মীয়-স্বজনদের উপদেশ দেওয়ার জন্য স্বয়ং উপস্থিত হয়েছিলেন। যমরাজ একটি শিশুরূপে তাদের কাছে এসেছিলেন, কারণ শিশুকে কোন স্থানে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয় না, এমন কি রাজপ্রাসাদেও নয়। আর তা ছাড়া সেই শিশুটি দার্শনিক উপদেশ দিচ্ছিলেন। কোন শিশু যখন দার্শনিক তত্ত্ব উপদেশ দেয়, মানুষ তা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করে।

শ্লোক ৩৭

শ্রীযম উবাচ

অহো অমীষাং বয়সাধিকানাং
বিপশ্যতাং লোকবিধিং বিমোহঃ ।
যত্রাগতস্তত্র গতং মনুষ্যং
স্বয়ং সধর্মা অপি শোচন্ত্যপার্থম্ ॥ ৩৭ ॥

শ্রী-যমঃ উবাচ—শ্রীযমরাজ বললেন; **অহো**—হায়; **অমীষাম্**—এদের; **বয়সা**—বয়স্ক; **অধিকানাম্**—অধিক; **বিপশ্যতাম্**—প্রতিদিন দেখছে; **লোক-বিধিম্**—প্রকৃতির নিয়ম (যে সকলেরই মৃত্যু হয়); **বিমোহঃ**—মোহ; **যত্র**—যেখান থেকে; **আগতঃ**—এসেছে; **তত্র**—সেখানে; **গতম্**—ফিরে যায়; **মনুষ্যম্**—মানুষ; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **সধর্মাঃ**—সম প্রকৃতি (মরণশীল); **অপি**—যদিও; **শোচন্তি**—তারা শোক করে; **অপার্থম্**—বৃথা।

অনুবাদ

শ্রীযমরাজ বললেন—আহা, কি আশ্চর্য! এরা যদিও আমার থেকে বয়সে অনেক বড়, এরা ভালভাবেই জানে যে, শত-সহস্র জীবদের জন্ম হয়েছে এবং মৃত্যু হয়েছে। তাই তাদের বোঝা উচিত যে তাদেরও মৃত্যু হবে, কিন্তু তবুও তারা মোহাচ্ছন্ন। বদ্ধ জীবাত্মা এক অজ্ঞাত স্থান থেকে আসে এবং মৃত্যুর পর সেই

অপরিচিত স্থানে পুনরায় ফিরে যায়। প্রকৃতির এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু তা জানা সত্ত্বেও এরা কেন বৃথা শোক করছে?

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (২/২৮) ভগবান বলেছেন—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥

"হে ভারত, সমস্ত সৃষ্ট জীব উৎপন্ন হওয়ার আগে অপ্রকাশিত ছিল, তাদের স্থিতিকালে প্রকাশিত থাকে এবং বিনাশের পর আবার অপ্রকাশিত হয়ে যায়। সুতরাং সেই জন্য শোক করার কি প্রয়োজন?"

দুই শ্রেণীর দার্শনিক রয়েছে, তাদের একদল আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এবং অন্য দলটি তা বিশ্বাস করে না। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই শোক করার কোন কারণ নেই। বৈদিক জ্ঞানের অনুগামীরা আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ব্যক্তিদের নাস্তিক বলেন। তর্কের খাতিরে যদি নাস্তিক মতবাদকে স্বীকার করেও নেওয়া হয়, তা হলেও তাতে শোক করার কোন কারণ নেই। আত্মার পৃথক অস্তিত্ব ছাড়াও সৃষ্টির পূর্বে সমস্ত জড় উপাদানগুলি অব্যক্ত ছিল। সেই সূক্ষ্ম অব্যক্ত অবস্থা থেকে সব কিছু ব্যক্ত হয়েছে, যেমন আকাশ থেকে বায়ু, এবং ক্রমশ বায়ু থেকে অগ্নির উৎপত্তি হয়েছে, অগ্নি থেকে জল এবং জল থেকে মাটি প্রকাশিত হয়েছে। মাটি থেকে বিভিন্ন রূপ প্রকাশিত হয়েছে। যেমন একটি বিশাল গগনচুম্বী অট্টালিকা মাটিরই রূপান্তর। তারপর যখন তা ভেঙ্গে ফেলা হবে, তখন তার রূপটি অব্যক্তভাবে এবং তার উপাদানগুলি চরম স্তরে পরমাণুরূপে থাকবে। শক্তির সংরক্ষণের নিয়ম সর্বদাই বর্তমান—শক্তির কখনও ক্ষয় হয় না, কিন্তু কালের প্রভাবে তা ব্যক্ত হয় এবং অব্যক্ত হয়—এটিই কেবল পার্থক্য। অতএব ব্যক্ত অথবা অব্যক্ত অবস্থায় শোকের কি কারণ রয়েছে? এমন কি অব্যক্ত অবস্থাতেও কোন কিছু হারিয়ে যায় না। সৃষ্টির পূর্বে এবং বিনাশের পর, সমস্ত উপাদানগুলি অব্যক্ত থাকে, এবং তার ফলে জড়-জাগতিক বিচারেও কিছু যায় আসে না।

আমরা যদি *ভগবদ্গীতার* বৈদিক সিদ্ধান্ত (*অন্তবন্ত ইমে দেহাঃ*) স্বীকার করি, তা হলে কালক্রমে সমস্ত জড় দেহগুলি নষ্ট হয়ে যাবে (*নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ*), কিন্তু আত্মা নিত্য। তা হলে আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, দেহটি একটি বস্ত্রের মতো; অতএব বস্ত্রের পরিবর্তনের জন্য শোক করার কি প্রয়োজন? নিত্য আত্মার পরিপ্রেক্ষিতে জড় দেহের কোন প্রকৃত অস্তিত্ব নেই।

তা অনেকটা স্বপ্নের মতো। স্বপ্নে আমরা মনে করতে পারি যে, আমরা আকাশে উড়ছি অথবা রাজার রথে বসে রয়েছি। কিন্তু আমরা যখন জেগে উঠি, তখন আমরা দেখতে পাই যে, আমরা আকাশে উড়িনি, রাজার রথেও চড়িনি। বৈদিক জ্ঞান জড় দেহের অনিত্যত্বের ভিত্তিতে আত্মজ্ঞান লাভের অনুপ্রেরণা প্রদান করে। তাই, আত্মায় বিশ্বাস করা হোক অথবা না করা হোক, উভয় ক্ষেত্রেই দেহের বিনাশের জন্য শোক করার কোন কারণ নেই।

মহাভারতে বলা হয়েছে, *অদর্শনাদিহায়াতঃ পুনশ্চাদর্শনং গতঃ*। এই উক্তিটি নাস্তিক বৈজ্ঞানিকদের যে মতবাদ—মাতৃগর্ভে শিশু সজীব নয়, তা জড় পদার্থ মাত্র—সেই মতবাদটিকে সমর্থন করতে পারে। এই মতবাদ অনুসারে, শল্য চিকিৎসার সময় যদি একটি জড় পদার্থের পিণ্ড কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়, তা হলে কাউকে হত্যা করা হয় না। মাতৃজঠরে শিশু একটি টিউমারের মতো মাংসপিণ্ড, এবং টিউমার কেটে ফেলা হলে যেমন তার ফলে কোন পাপ হয় না, তেমনই ভ্রূণহত্যার ফলেও কোন পাপ হয় না। এই যুক্তিটি রাজা এবং তাঁর পত্নীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। রাজার দেহটি অব্যক্ত উৎস থেকে ব্যক্ত হয়েছে, এবং পুনরায় তা অব্যক্ত হয়েছে। ব্যক্ত অবস্থা যেহেতু দুই অব্যক্ত অবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থা, তাই সেই ব্যক্ত দেহটির জন্য ক্রন্দন করার কি প্রয়োজন?

শ্লোক ৩৮

অহো বয়ং ধন্যতমা যদত্র
ত্যক্তাঃ পিতৃভ্যাং ন বিচিন্তয়ামঃ ।
অভক্ষ্যমাণা অবলা বৃকাদিভিঃ
স রক্ষিতা রক্ষতি যো হি গর্ভে ॥ ৩৮ ॥

অহো—আহা; **বয়ম্**—আমরা; **ধন্য-তমাঃ**—অত্যন্ত ভাগ্যবান; **যৎ**—যেহেতু; **অত্র**—এখন; **ত্যক্তাঃ**—অরক্ষিত, একলা; **পিতৃভ্যাম্**—মাতা এবং পিতার দ্বারা; **ন**—না; **বিচিন্তয়ামঃ**—দুশ্চিন্তা করি; **অভক্ষ্যমাণাঃ**—খেয়ে ফেলেনি; **অবলাঃ**—অত্যন্ত দুর্বল; **বৃকাদিভিঃ**—ব্যাঘ্র আদি হিংস্র জন্তুদের দ্বারা; **সঃ**—তিনি (পরমেশ্বর ভগবান); **রক্ষিতা**—রক্ষা করবেন; **রক্ষতি**—তিনি রক্ষা করেছেন; **যঃ**—যিনি; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **গর্ভে**—জঠরে।

অনুবাদ

এই বয়স্কা রমণীদের যে আমাদের মতো জ্ঞানও নেই তা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। আমরা অবশ্যই অত্যন্ত ভাগ্যবান, কারণ আমরা আমাদের পিতামাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত অসহায় শিশু হলেও ব্যাঘ্র আদি হিংস্র পশুরা আমাদের খেয়ে ফেলেনি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, যিনি আমাদের মাতৃগর্ভে রক্ষা করেছিলেন, তিনিই সর্বত্র আমাদের রক্ষা করবেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৮/৬১) বলা হয়েছে, *ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*—ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান। তিনি সকলকে রক্ষা করেন এবং জীবের ভোগ করার বাসনা অনুসারে বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রদান করেন। সব কিছুই সাধিত হয় ভগবানের নির্দেশ অনুসারে। তাই জীবের জন্ম এবং মৃত্যুতে শোক করা উচিত নয়, যার আয়োজন ভগবান নিজেই করেছেন। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন, *সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—"আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, এবং আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতির উদয় হয়।" অন্তর্যামী ভগবানের নির্দেশ অনুসারে আচরণ করা কর্তব্য, কিন্তু বদ্ধ জীব যেহেতু স্বাধীনভাবে আচরণ করতে চায়, তাই ভগবান তাকে স্বাধীনভাবে আচরণ করার এবং তার ফলে কি হয় তা বোঝার সুযোগ দেন। ভগবান বলেছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—"অন্য সমস্ত কর্তব্য পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।" ভগবানের এই আদেশ যে পালন করে না, তাকে এই জড় জগতে জড় সুখভোগের সুযোগ দেওয়া হয়। বদ্ধ জীবকে বাধা না দিয়ে ভগবান তাকে সুখভোগ করার সুযোগ দেন, যাতে বহু বহু জন্মের পর (*বহূনাং জন্মনামন্তে*) সে নিজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পারে যে, বাসুদেবের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হওয়াই জীবের একমাত্র কর্তব্য।

শ্লোক ৩৯

য ইচ্ছয়েশঃ সৃজতীদমব্যয়ো
য এব রক্ষত্যবলুম্পতে চ যঃ ।
তস্যাবলাঃ ক্রীড়নমাহুরীশিতু-
শ্চরাচরং নিগ্রহসঙ্গ্রহে প্রভুঃ ॥ ৩৯ ॥

যঃ—যে; **ইচ্ছয়া**—তাঁর ইচ্ছার দ্বারা (কারও দ্বারা বাধা না হয়ে); **ঈশঃ**—পরম নিয়ন্তা; **সৃজতি**—সৃষ্টি করেন; **ইদম্**—এই (জড় জগৎ); **অব্যয়ঃ**—তিনি যেমন ঠিক তেমনভাবে থেকে (এত সমস্ত জড় সৃষ্টি করা সত্ত্বেও তাঁর নিজের অস্তিত্ব না হারিয়ে); **যঃ**—যিনি; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **রক্ষতি**—পালন করেন; **অবলুম্পতে**—ধ্বংস করেন; **চ**—ও; **যঃ**—যিনি; **তস্য**—তাঁর; **অবলাঃ**—হে দীন স্ত্রীগণ; **ক্রীড়নম্**—খেলা; **আহুঃ**—তাঁরা বলেন; **ঈশিতুঃ**—ভগবানের; **চর-অচরম্**—চর এবং অচর; **নিগ্রহ**—বিনাশে; **সঙ্গ্রহে**—অথবা রক্ষণে; **প্রভুঃ**—পূর্ণরূপে সমর্থ।

অনুবাদ

বালকটি সেই রমণীদের সম্বোধন করে বললেন—হে অবলাগণ! অব্যয় পরমেশ্বরের ইচ্ছার দ্বারাই এই বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার হয়। এটিই বেদের বাণী। চরাচরাত্মক এই বিশ্ব ঠিক তাঁর খেলনার মতো। তিনি পরমেশ্বর, তাই সৃষ্টি ও সংহার উভয় কার্যেই তিনি পূর্ণরূপে সমর্থ।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে মহিষীরা যুক্তি উত্থাপন করতে পারতেন, "ভগবান যদি আমাদের পতিকে গর্ভে রক্ষা করে থাকেন, তা হলে তিনি কেন তাকে এখন রক্ষা করেননি?" এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, *য ইচ্ছয়েশঃ সৃজতীদমব্যয়ো য এব রক্ষত্যবলুম্পতে চ যঃ*। ভগবানের কার্যকলাপ সম্বন্ধে কেউ কোন তর্ক করতে পারে না। ভগবান সর্বদাই ইচ্ছাময়, এবং তাই তিনি রক্ষা করতে পারেন এবং সংহারও করতে পারেন। তিনি আমাদের আজ্ঞাকারী দাস নন; তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তাই তিনি হচ্ছেন পরম ঈশ্বর। কারও অনুরোধে ভগবান এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন না, এবং তাই তাঁর ইচ্ছার ফলেই তিনি সব কিছু ধ্বংস করতে পারেন। সেটিই হচ্ছে তাঁর পরম ঈশ্বরত্ব। কেউ যদি তর্ক উত্থাপন করে, "কেন তিনি এইভাবে আচরণ করেন?" তার উত্তর হচ্ছে তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন, কারণ তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ। কেউই তাঁর কার্যকলাপ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করতে পারে না। কেউ যদি তর্ক উত্থাপন করে, "এই পাপময় সৃষ্টি এবং ধ্বংসের কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?" তার উত্তর হচ্ছে যে, ভগবান তাঁর সর্বশক্তিমত্তা প্রমাণ করার জন্য যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন, এবং সেই সম্বন্ধে কেউ কোন প্রশ্ন করতে পারে না। যদি তাঁকে আমাদের কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয় কেন তিনি এভাবে এটা করেন এবং ওভাবে ওটা করেন না, তা হলে তাঁর পরমেশ্বরত্ব খর্ব হত।

শ্লোক ৪০

পথি চ্যুতং তিষ্ঠতি দিষ্টরক্ষিতং
গৃহে স্থিতং তদ্বিহতং বিনশ্যতি ।
জীবত্যনাথোঽপি তদীক্ষিতো বনে
গৃহেঽভিগুপ্তোঽস্য হতো ন জীবতি ॥ ৪০ ॥

পথি—জনপথে; **চ্যুতম্**—পতিত বস্তু; **তিষ্ঠতি**—থাকে; **দিষ্ট-রক্ষিতম্**—ভাগ্য বা দৈব কর্তৃক রক্ষিত; **গৃহে**—গৃহে; **স্থিতম্**—অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও; **তৎ-বিহতম্**—ভগবানের ইচ্ছার দ্বারা আহত; **বিনশ্যতি**—বিনষ্ট হয়; **জীবতি**—জীবিত থাকে; **অনাথঃ অপি**—রক্ষকবিহীন হওয়া সত্ত্বেও; **তৎ-ঈক্ষিতঃ**—ভগবানের দ্বারা রক্ষিত হলে; **বনে**—বনে; **গৃহে**—গৃহে; **অভিগুপ্তঃ**—পূর্ণরূপে সুরক্ষিত; **অস্য**—এটির; **হতঃ**—আহত; **ন**—না; **জীবতি**—জীবিত থাকে।

অনুবাদ

কখনও কখনও মানুষের ধন রাস্তায় যেখানে সকলে দেখতে পায় সেইখানে হারিয়ে গেলেও, ভাগ্যের ফলে রক্ষিত হয় এবং অন্য কেউ তা দেখতে পায় না। এইভাবে সে তার হারিয়ে যাওয়া ধন ফিরে পায়। পক্ষান্তরে, ভগবান যদি রক্ষা না করেন, তা হলে ঘরে অত্যন্ত সুন্দরভাবে রক্ষিত ধনও হারিয়ে যায়। ভগবান যদি রক্ষা করেন, তা হলে বনের মধ্যে অসহায় ব্যক্তিও জীবিত থাকে, আবার গৃহে আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা অত্যন্ত সুরক্ষিত ব্যক্তিরও মৃত্যু হয় এবং কেউ তাকে রক্ষা করতে পারে না।

তাৎপর্য

এগুলি ভগবানের পরমেশ্বরত্বের দৃষ্টান্ত। রক্ষা করা অথবা বিনাশ করার ব্যাপারে আমাদের পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী হয় না, কিন্তু ভগবান যা ইচ্ছা করেন তাই হয়। সেই সম্পর্কে এখানে যে দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহারিক। সকলেরই এই ধরনের অভিজ্ঞতা রয়েছে, এবং এ ছাড়াও অন্যান্য বহু সুন্দর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন যে, একটি শিশু অবশ্যই তার পিতামাতার উপর নির্ভরশীল, কিন্তু তাদের উপস্থিতি সত্ত্বেও শিশুটি কতভাবে বিপর্যস্ত হয়। কখনও কখনও অভিজ্ঞ চিকিৎসক এবং ভাল ভাল ঔষধ সত্ত্বেও রোগী বাঁচে না। অতএব, সব কিছুই যেহেতু ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, তাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের শরণাগত হওয়া এবং তাঁর আশ্রয়ের অন্বেষণ করা।

শ্লোক ৪১

ভূতানি তৈস্তৈর্নিজযোনিকর্মভি-
র্ভবন্তি কালে ন ভবন্তি সর্বশঃ ।
ন তত্র হাত্মা প্রকৃতাবপি স্থিত-
স্তস্যা গুণৈরন্যতমো হি বধ্যতে ॥ ৪১ ॥

ভূতানি—সমস্ত জীবদেহ; **তৈঃ তৈঃ**—তাদের নিজেদের; **নিজ-যোনি**—তাদের নিজেদের শরীর উৎপন্ন করে; **কর্মভিঃ**—পূর্বকৃত কর্মের দ্বারা; **ভবন্তি**—প্রকট হয়; **কালে**—যথাসময়ে; **ন ভবন্তি**—অপ্রকট হয়; **সর্বশঃ**—সর্বতোভাবে; **ন**—না; **তত্র**—সেখানে; **হ**—বস্তুতপক্ষে; **আত্মা**—আত্মা; **প্রকৃতৌ**—এই জড় জগতে; **অপি**—যদিও; **স্থিতঃ**—অবস্থিত; **তস্যাঃ**—তাঁর (জড়া প্রকৃতির); **গুণৈঃ**—বিভিন্ন গুণের দ্বারা; **অন্যতমঃ**—অত্যন্ত ভিন্ন; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **বধ্যতে**—বদ্ধ হয়।

অনুবাদ

প্রতিটি বদ্ধ জীবই তার কর্ম অনুসারে বিভিন্ন প্রকার দেহ প্রাপ্ত হয়, এবং কর্ম সমাপ্ত হলে তার শরীরও বিনষ্ট হয়। আত্মা ঐ সমস্ত স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহে অবস্থিত হলেও দেহের ধর্মে যুক্ত হয় না; কারণ আত্মা দেহ থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জীবের বিভিন্ন প্রকার দেহ ধারণের ব্যাপারে ভগবান দায়ী নন। জীবকে তার কর্ম অনুসারে প্রকৃতির নিয়মে দেহ ধারণ করতে হয়। তাই বৈদিক নির্দেশ হচ্ছে যে, জড়-জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত ব্যক্তিদের এমনভাবে নির্দেশ দেওয়া উচিত, যাতে তারা বুদ্ধিমত্তা সহকারে তাদের কার্যকলাপ ভগবানের সেবায় প্রয়োগ করে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে (*স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ*)। ভগবান জীবকে পথপ্রদর্শন করতে সর্বদাই প্রস্তুত। প্রকৃতপক্ষে *ভগবদ্গীতায়* তিনি বিস্তারিতভাবে তাঁর উপদেশ দিয়েছেন। আমরা যদি তাঁর সেই সমস্ত উপদেশের যথাযথ সদ্ব্যবহার করি, তা হলে জড়া প্রকৃতির নিয়মে বদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, আমরা মুক্ত হয়ে আমাদের স্বরূপ প্রাপ্ত হতে পারি (*মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে*)। আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত যে, ভগবান হচ্ছেন পরম ঈশ্বর এবং আমরা যদি তাঁর শরণাগত হই, তা হলে তিনি সর্বতোভাবে আমাদের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং আমরা কিভাবে

জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারি, সেই পথ প্রদর্শন করবেন। এইভাবে ভগবানের শরণাগত না হলে, জীবকে তার কর্ম অনুসারে পশু, দেবতা ইত্যাদি নানা প্রকার দেহ ধারণ করতে হবে। যদিও কালক্রমে দেহের প্রাপ্তি হয় এবং বিনাশ হয়, তবুও আত্মা কিন্তু দেহের সঙ্গে মিলিত হয় না, তা জড়া প্রকৃতির বিশেষ গুণের সঙ্গে তার পাপ-পুণ্য সংসর্গের ফলে সেই গুণের অধীন থাকে। আধ্যাত্মিক শিক্ষার ফলে মানুষের চেতনার পরিবর্তন হয় এবং সে তখন ভগবানের আদেশ পালন করতে থাকে, এবং তার ফলে জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়।

শ্লোক ৪২

ইদং শরীরং পুরুষস্য মোহজং
যথা পৃথগ্‌ভৌতিকমীয়তে গৃহম্ ।
যথৌদকৈঃ পার্থিবতৈজসৈর্জনঃ
কালেন জাতো বিকৃতো বিনশ্যতি ॥ ৪২ ॥

ইদম্—এই; **শরীরম্**—দেহ; **পুরুষস্য**—বদ্ধ জীবের; **মোহজম্**—অবিদ্যা থেকে উৎপন্ন; **যথা**—যেমন; **পৃথক্**—ভিন্ন; **ভৌতিকম্**—জড়; **ঈয়তে**—দৃষ্ট হয়; **গৃহম্**—গৃহ; **যথা**—যেমন; **উদকৈঃ**—জল; **পার্থিব**—মাটি; **তৈজসৈঃ**—এবং অগ্নির দ্বারা; **জনঃ**—বদ্ধ জীব; **কালেন**—যথা সময়ে; **জাতঃ**—উৎপন্ন; **বিকৃতঃ**—রূপান্তরিত; **বিনশ্যতি**—বিনষ্ট হয়।

অনুবাদ

গৃহস্বামী যেমন গৃহ থেকে পৃথক হওয়া সত্ত্বেও তার গৃহটিকে তার থেকে অভিন্ন বলে মনে করে, তেমনই বদ্ধ জীব অজ্ঞানতাবশত তার শরীরটিকে তার আত্মা বলে মনে করে, যদিও প্রকৃতপক্ষে তার দেহটি তার আত্মা থেকে ভিন্ন। মাটি, জল এবং আগুনের অংশ থেকে জীব তার দেহ লাভ করে, এবং যখন সেই মাটি, জল এবং আগুন কালক্রমে বিকার প্রাপ্ত হয়, তখন সেই দেহ বিনষ্ট হয়ে যায়। দেহের সৃষ্টি এবং বিনাশের সঙ্গে আত্মার কোন সম্পর্ক নেই।

তাৎপর্য

এক দেহ থেকে আর এক দেহে আমাদের যে দেহান্তর তা অবিদ্যাজাত। চিন্ময় আত্মারূপে আমাদের সর্বদাই জড় বদ্ধ জীবন থেকে ভিন্ন অস্তিত্ব রয়েছে। এখানে

গৃহ থেকে গৃহস্বামীর পার্থক্যের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আসক্তিবশত বদ্ধ জীব তার গৃহকে তার থেকে অভিন্ন বলে মনে করে। গৃহ অথবা গাড়ি প্রকৃতপক্ষে জড় উপাদান দিয়ে তৈরি; যতক্ষণ জড় উপাদানগুলি যথাযথভাবে মিশ্রিত থাকে, ততক্ষণ গাড়ি অথবা বাড়ির অস্তিত্ব থাকে, কিন্তু যখন সেগুলি পৃথক হয়ে যায়, তখন গাড়ি অথবা বাড়ি বিনষ্ট হয়ে যায়। আত্মা কিন্তু সর্বদাই অপরিবর্তিতই থাকে।

শ্লোক ৪৩

যথানলো দারুষু ভিন্ন ঈয়তে
যথানিলো দেহগতঃ পৃথক্ স্থিতঃ ।
যথা নভঃ সর্বগতং ন সজ্জতে
তথা পুমান্ সর্বগুণাশ্রয়ঃ পরঃ ॥ ৪৩ ॥

যথা—যেমন; **অনলঃ**—অগ্নি; **দারুষু**—কাষ্ঠে; **ভিন্নঃ**—ভিন্ন; **ঈয়তে**—বোধ হয়; **যথা**—যেমন; **অনিলঃ**—বায়ু; **দেহগতঃ**—দেহের অভ্যন্তরে; **পৃথক্**—ভিন্ন; **স্থিতঃ**—অবস্থিত; **যথা**—যেমন; **নভঃ**—আকাশ; **সর্ব-গতম্**—সর্বব্যাপ্ত; **ন**—না; **সজ্জতে**—মিশ্রিত হয়; **তথা**—তেমনই; **পুমান্**—জীব; **সর্ব-গুণাশ্রয়ঃ**—প্রকৃতির গুণের আশ্রয় হওয়া সত্ত্বেও; **পরঃ**—জড় কলুষের অতীত।

অনুবাদ

অগ্নি যেমন কাষ্ঠে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তা থেকে পৃথক্ বলে প্রতীত হয়, বায়ু যেমন মুখ এবং নাসিকার অভ্যন্তরে থাকলেও দেহ থেকে ভিন্ন বলে বোধ হয় এবং আকাশ যেমন সর্বগত হওয়া সত্ত্বেও কোন কিছুর সঙ্গে মিশ্রিত হয় না, তেমনই জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ জীব প্রকৃতপক্ষে জড় দেহের উৎস এবং তা থেকে পৃথক।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় ভগবান বিশ্লেষণ করেছেন যে, জড়া প্রকৃতি এবং পরা প্রকৃতি উভয়েই তাঁর থেকে উদ্ভূত হয়। জড়া প্রকৃতিকে *মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা*, ভগবানের আটটি ভিন্ন শক্তি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু যদিও মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই আটটি স্থূল এবং সূক্ষ্ম জড়া শক্তিকে *ভিন্না* বা ভগবান থেকে ভিন্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ভিন্ন নয়। আগুন

যেমন কাঠ থেকে ভিন্ন বলে মনে হয় এবং নাসিকা এবং মুখের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত বায়ুকে যেমন দেহ থেকে ভিন্ন বলে মনে হয়, তেমনই পরমাত্মা বা ভগবানকে আপাতদৃষ্টিতে জীব থেকে ভিন্ন বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি একাধারে ভিন্ন এবং অভিন্ন। এটিই হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব। কর্মফল অনুসারে জীবকে ভগবান থেকে ভিন্ন বলে প্রতীত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে ভগবানের সঙ্গে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে সম্পর্কিত। তাই যদিও মনে হয় যে এখন আমরা ভগবান কর্তৃক পরিত্যক্ত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবান সর্বদাই আমাদের কার্যকলাপের প্রতি সচেতন। সর্ব অবস্থাতেই তাই আমাদের ভগবানের পরমেশ্বরত্বের উপর নির্ভর করা উচিত এবং তার ফলে তাঁর সঙ্গে আমাদের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা উচিত। ভগবানের কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণের উপর সর্বদা নির্ভর করা আমাদের অবশ্যই কর্তব্য।

শ্লোক ৪৪

সুযজ্ঞো নন্বয়ং শেতে মূঢ়া যমনুশোচথ ।
যঃ শ্রোতা যোঽনুবক্তেহ স ন দৃশ্যেত কর্হিচিৎ ॥ ৪৪ ॥

সুযজ্ঞঃ—সুযজ্ঞ নামক রাজা; **ননু**—বস্তুতপক্ষে; **অয়ম্**—এই; **শেতে**—শায়িত; **মূঢ়াঃ**—হে মূর্খগণ; **যম্**—যাঁর জন্য; **অনুশোচথ**—তোমরা ক্রন্দন করছ; **যঃ**—যিনি; **শ্রোতা**—শ্রোতা; **যঃ**—যিনি; **অনুবক্তা**—বক্তা; **ইহ**—এই জগতে; **সঃ**—তিনি; **ন**—না; **দৃশ্যেত**—দৃষ্ট হয়; **কর্হিচিৎ**—কখনও।

অনুবাদ

যমরাজ বললেন—হে শোকার্তাগণ, তোমরা সকলেই নিতান্ত মূর্খ। সুযজ্ঞ নামক যে ব্যক্তির জন্য তোমরা শোক করছ, তিনি তো তোমাদের সম্মুখেই শায়িত রয়েছেন। অতএব তোমরা শোক করছ কেন? পূর্বে তিনি তোমাদের কথা শুনেছেন এবং তার উত্তর দিয়েছেন, কিন্তু এখন তাঁকে না পেয়ে তোমরা শোক করছ। এই আচরণ তো অসঙ্গত, কারণ দেহ অভ্যন্তরস্থ যে ব্যক্তি তোমাদের কথা শ্রবণ করেছেন এবং উত্তর দিয়েছেন তাঁকে তো তোমরা কখনও দেখনি। অতএব তোমাদের শোক করার তো কোন কারণ নেই। কেননা যে দেহকে তোমরা সর্বদা দেখেছ, সেই দেহ তো এখানেই শায়িত রয়েছে।

তাৎপর্য

বালকরূপী যমরাজের এই উপদেশটি সাধারণ মানুষেরও বোধগম্য। যে ব্যক্তি তার দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, সে অবশ্যই একটি পশুসদৃশ (*যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে.....স এব গোখরঃ*)। কিন্তু একজন সাধারণ মানুষও বুঝতে পারে যে, মৃত্যুর পর জীব তার দেহটি ছেড়ে চলে যায়। শরীরটি পড়ে থাকলেও মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনেরা শোক করে যে, সেই ব্যক্তি চলে গেছে, তার কারণ হচ্ছে সাধারণ মানুষ দেহটি দেখতে পায় কিন্তু আত্মাকে দেখতে পায় না। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে, *দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে*—আত্মা বা দেহের দেহী দেহের অভ্যন্তরে থাকে। মৃত্যুর পর যখন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়, তখন বোঝা যায় যে, দেহাভ্যন্তরস্থ যে ব্যক্তি শ্রবণ করত এবং উত্তর দিত, সে চলে গেছে। তাই, তা দেখে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে যে, আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন এবং সেই আত্মা এখন চলে গেছে। এইভাবে একজন সাধারণ মানুষও প্রকৃতিস্থ হয়ে বুঝতে পারে যে, দেহাভ্যন্তরস্থ যে ব্যক্তিটি শ্রবণ করে এবং উত্তর দেয় তাকে কখনও দেখা যায় না। যাকে কখনও দেখা যায়নি, তার জন্য শোক করার কি প্রয়োজন?

শ্লোক ৪৫

ন শ্রোতা নানুবক্তায়ং মুখ্যোঽপ্যত্র মহানসুঃ ।
যস্ত্বিহেন্দ্রিয়বানাত্মা স চান্যঃ প্রাণদেহয়োঃ ॥ ৪৫ ॥

ন—না; **শ্রোতা**—শ্রোতা; **ন**—না; **অনুবক্তা**—বক্তা; **অয়ম্**—এই; **মুখ্যঃ**—প্রধান; **অপি**—যদিও; **অত্র**—এই শরীরে; **মহান্**—মহান; **অসুঃ**—প্রাণবায়ু; **যঃ**—যিনি; **তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই শরীরে; **ইন্দ্রিয়বান্**—সমস্ত ইন্দ্রিয় সমন্বিত; **আত্মা**—আত্মা; **সঃ**—সে; **চ**—এবং; **অন্যঃ**—ভিন্ন; **প্রাণ-দেহয়োঃ**—প্রাণবায়ু এবং জড় দেহ থেকে।

অনুবাদ

এই দেহে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রাণবায়ু, কিন্তু তাও শ্রোতা বা বক্তা নয়। প্রাণ থেকেও শ্রেষ্ঠ যে আত্মা সেও স্বতন্ত্রভাবে কিছু করতে পারে না, কারণ পরমাত্মাই হচ্ছেন প্রকৃত নির্দেশক, যিনি আত্মার সঙ্গে সহযোগিতা করেন। শরীরের কার্যকলাপ পরিচালনাকারী পরমাত্মা দেহ এবং প্রাণ থেকে ভিন্ন।

তাৎপর্য

ভগবান *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) স্পষ্টভাবে বলেছেন, *সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—"আমি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, এবং আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি আসে।" আত্মা যদিও প্রতিটি দেহের দেহী (*দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে*), তবুও আত্মা কিন্তু ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদির মাধ্যমে কার্যকরী মুখ্য ব্যক্তি নয়। আত্মা কেবল পরমাত্মার সহযোগিতাতেই কার্য করতে পারে, কারণ পরমাত্মাই তাকে নির্দেশ দেন কি করতে হবে এবং কি করতে হবে না (*মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*)। তাঁর অনুমোদন ব্যতীত কেউই কার্য করতে পারে না। কারণ পরমাত্মা হচ্ছেন *উপদ্রষ্টা* এবং *অনুমন্তা*, অর্থাৎ সাক্ষী এবং অনুমোদনকারী। যিনি সদ্গুরুর তত্ত্বাবধানে এই বিষয়ে সাবধানতা সহকারে অধ্যয়ন করেন, তিনি বুঝতে পারেন যে, ভগবানই প্রকৃতপক্ষে জীবের সমস্ত কার্যকলাপের নিয়ন্তা এবং তাদের সমস্ত কার্যকলাপের ফল-প্রদাতা। জীব যদিও *ইন্দ্রিয়বান্*, তবুও সে প্রকৃত মালিক নয়, কারণ সব কিছুর মালিক হচ্ছেন পরমাত্মা। তাই পরমাত্মাকে বলা হয় হৃষীকেশ, এবং আত্মাকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে পরমাত্মার শরণাগত হয়ে তাঁরই নির্দেশে সমস্ত কর্ম করে সুখী হতে (*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*)। এইভাবে সে অমরত্ব লাভ করতে পারে এবং চিৎ-জগতে ফিরে যেতে পারে, যেখানে সে নিত্য জ্ঞানময় এবং আনন্দময় জীবন লাভ করে জীবনের চরম সাফল্য অর্জন করতে পারে। এই শ্লোকের সারমর্ম হচ্ছে যে, দেহ, ইন্দ্রিয় এবং দেহাভ্যন্তরস্থ প্রাণবায়ু থেকে আত্মা ভিন্ন, এবং তার ঊর্ধ্বে রয়েছেন পরমাত্মা, যিনি তাকে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। যে জীবাত্মা সব কিছু পরমাত্মার জন্য করে, সে তার শরীরে সুখে বাস করতে পারে।

শ্লোক ৪৬

ভূতেন্দ্রিয়মনোলিঙ্গান্ দেহানুচ্চাবচান্ বিভুঃ ।
ভজত্যুৎসৃজতি হ্যন্যস্তচ্চাপি স্বেন তেজসা ॥ ৪৬ ॥

ভূত—পঞ্চ মহাভূতের দ্বারা; **ইন্দ্রিয়**—দশেন্দ্রিয়; **মনঃ**—এবং মন; **লিঙ্গান্**—লক্ষণযুক্ত; **দেহান্**—স্থূল জড় দেহ; **উচ্চ-অবচান্**—উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট শ্রেণীর; **বিভুঃ**—দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর জীবাত্মা; **ভজতি**—প্রাপ্ত হয়; **উৎসৃজতি**—ত্যাগ করে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অন্যঃ**—পৃথক হওয়ার ফলে; **তৎ**—তা; **চ**—ও; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **স্বেন**—নিজের; **তেজসা**—উন্নত জ্ঞানের বলের দ্বারা।

অনুবাদ

পঞ্চভূত, দশেন্দ্রিয় এবং মনের সমন্বয়ে স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহের বিভিন্ন অংশ গঠিত হয়। জীব উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট তার এই সমস্ত জড় দেহের সংস্পর্শে আসে, এবং পরে তার স্বীয় শক্তিবলে সেগুলিকে ত্যাগ করে। জীবের বিভিন্ন প্রকার শরীর লাভের ক্ষমতা থেকে এই বল উপলব্ধি করা যায়।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীবের জ্ঞান রয়েছে, এবং সে যদি জীবনের যথার্থ উন্নতি সাধনের জন্য এই স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে চায়, তা হলে সে তা করতে পারে। তাই এখানে বলা হয়েছে যে, তার উন্নত বুদ্ধিমত্তার দ্বারা (*স্বেন তেজসা*), যথাযথ সূত্রে সদ্‌গুরুর কাছ থেকে বা আচার্যের কাছ থেকে লব্ধ উন্নত জ্ঞানের দ্বারা সে তার জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ অবস্থা ত্যাগ করে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু সে যদি এই জড় জগতের অজ্ঞানের অন্ধকারেই থাকতে চায়, তা হলে সে তাও করতে পারে। সেই কথা প্রতিপন্ন করে *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৫) ভগবান বলেছেন—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥

"দেবতাদের উপাসকেরা দেবলোক প্রাপ্ত হন; যারা ভূত-প্রেত আদির উপাসক তারা ভূতলোকই লাভ করে; যারা পিতৃপুরুষদের উপাসক, তারা অনিত্য পিতৃলোক লাভ করে; এবং যাঁরা আমার উপাসনা করেন, তাঁরা আমাকেই লাভ করেন।"

মনুষ্য শরীর দুর্লভ। এই শরীরের সাহায্যে জীবাত্মা স্বর্গলোকে যেতে পারে, পিতৃলোকে যেতে পারে অথবা এই নিম্ন লোকেই থাকতে পারে, কিন্তু কেউ যদি চেষ্টা করেন তা হলে তিনি তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামেও ফিরে যেতে পারেন। পরমাত্মারূপে ভগবান সেই ক্ষমতা প্রদান করেন। তাই ভগবান বলেছেন, *মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—"আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি আসে।" কেউ যদি ভগবানের থেকে প্রকৃত জ্ঞান প্রাপ্ত হন, তা হলে তিনি বার বার জড় দেহ গ্রহণ করার সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন। কেউ যদি ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করে নিজেকে ভগবানের কাছে সমর্পণ করেন, তা হলে ভগবান তাকে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথ প্রদর্শন করতে প্রস্তুত থাকেন। কিন্তু কেউ যদি মূর্খতাবশত অন্ধকারেই থাকতে চায়, তা হলে সে এই জড় জগতের বন্ধনে থাকতে পারে।

শ্লোক ৪৭

যাবল্লিঙ্গান্বিতো হ্যাত্মা তাবৎ কর্ম নিবন্ধনম্ ।
ততো বিপর্যয়ঃ ক্লেশো মায়াযোগোঽনুবর্ততে ॥ ৪৭ ॥

যাবৎ—যে পর্যন্ত; **লিঙ্গ-অন্বিতঃ**—সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **আত্মা**—আত্মা; **তাবৎ**—সেই পর্যন্ত; **কর্ম**—সকাম কর্মের; **নিবন্ধনম্**—বন্ধন; **ততঃ**—তা থেকে; **বিপর্যয়ঃ**—বিপরীত ধারণা (ভ্রান্তিবশত দেহকে আত্মা বলে মনে করা); **ক্লেশঃ**—দুঃখ-দুর্দশা; **মায়া-যোগঃ**—বহিরঙ্গা মায়ার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক; **অনুবর্ততে**—অনুসরণ করে।

অনুবাদ

আত্মা যতক্ষণ মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার সমন্বিত সূক্ষ্ম দেহের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, ততক্ষণ সে সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। এই আবরণের ফলে আত্মা জড়া প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকে এবং জন্ম-জন্মান্তরে অবিদ্যাবশত বিপর্যয়রূপ ক্লেশ ভোগ করে।

তাৎপর্য

জীব মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার সমন্বিত সূক্ষ্ম দেহের বন্ধনে আবদ্ধ। তাই মৃত্যুর সময় মানসিক অবস্থাই তার পরবর্তী শরীরের কারণ হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৮/৬) প্রতিপন্ন হয়েছে, *যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্*—মৃত্যুর সময় মন আত্মার অন্য আর একটি শরীরে বাহিত হওয়ার কারণ হয়। জীব যদি মনের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে মনকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করে, তা হলে সেই মন তাকে অধঃপতিত করতে পারে না। তাই সমস্ত মানুষের কর্তব্য মনকে সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে যুক্ত রাখা (*স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*)। মন যখন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে যুক্ত থাকে, তখন বুদ্ধি নির্মল হয়, এবং সেই বুদ্ধি পরমাত্মা থেকে প্রেরণা লাভ করে (*দদামি বুদ্ধিযোগং তম্*)। এইভাবে জীব জড় বন্ধন থেকে মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। জীবাত্মা কর্মফলের অধীন, কিন্তু পরমাত্মা জীবের কর্মের দ্বারা প্রভাবিত হন না। *উপনিষদে* সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে যে, পরমাত্মা এবং জীবাত্মা দুটি পক্ষীর মতো দেহরূপ বৃক্ষে রয়েছেন। জীবাত্মারূপ পক্ষীটি দেহের কার্যকলাপরূপ ফল ভক্ষণ করে, কিন্তু পরমাত্মা সেই কর্মের ফলের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, এবং তিনি জীবের কর্মের সাক্ষী হন এবং তার বাসনা অনুমোদন করেন।

শ্লোক ৪৮

বিতথাভিনিবেশোঽয়ং যদ্ গুণেষ্বর্থদৃগ্বচঃ ।
যথা মনোরথঃ স্বপ্নঃ সর্বমৈন্দ্রিয়কং মৃষা ॥ ৪৮ ॥

বিতথ—নিষ্ফল; **অভিনিবেশঃ**—ধারণা; **অয়ম্**—এই; **যৎ**—যা; **গুণেষু**—প্রকৃতির গুণে; **অর্থ**—বাস্তবরূপে; **দৃক্-বচঃ**—দেখার এবং বলার; **যথা**—যেমন; **মনোরথঃ**—মানসিক কল্পনা (দিবাস্বপ্ন); **স্বপ্নঃ**—স্বপ্ন; **সর্বম্**—সব কিছু; **ঐন্দ্রিয়কম্**—ইন্দ্রিয়জাত; **মৃষা**—মিথ্যা।

অনুবাদ

প্রকৃতির গুণ এবং তা থেকে উৎপন্ন তথাকথিত সুখ এবং দুঃখকে বাস্তব বস্তুরূপে দর্শন করা এবং ব্যাখ্যা করা নিষ্ফল। জাগ্রত অবস্থায় মন যখন বিচরণ করে এবং মানুষ নিজেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে, অথবা রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় সে যখন সুন্দরী রমণীকে সম্ভোগ করছে বলে দর্শন করে, তা সবই নিছক স্বপ্ন মাত্র। তেমনই, ইন্দ্রিয়জাত সুখ এবং দুঃখকে অর্থহীন বলে জানা উচিত।

তাৎপর্য

জড় ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ থেকে প্রাপ্ত সুখ ও দুঃখ বাস্তবিক সুখ-দুঃখ নয়। তাই *ভগবদ্গীতায়* সেই সুখের কথা বলা হয়েছে, যা জড়-জাগতিক জীবনের অতীত (*সুখম্ আত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্*)। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি যখন জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হয়, তখন সেগুলি অতীন্দ্রিয় হয়, এবং সেই দিব্য ইন্দ্রিয়গুলি যখন ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর হৃষীকেশের সেবায় যুক্ত হয়, তখন প্রকৃত দিব্য আনন্দ লাভ করা যায়। আমাদের সূক্ষ্ম মনের মনোরথের দ্বারা যে সুখ বা দুঃখ আমরা তৈরি করি তা বাস্তব নয়, তা কেবল মনের কল্পনা। তাই মনোরথের দ্বারা তথাকথিত সুখের কল্পনা করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে, শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে মনকে ভগবান হৃষীকেশের সেবায় যুক্ত করা, এবং তার ফলে প্রকৃত আনন্দময় জীবন লাভ করা।

বেদে বলা হয়েছে *অপামসোমম্ অমৃতা অভূম অপ্সরোভির্বিহরাম*। জড় সুখের ভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষ অপ্সরাদের উপভোগ করার জন্য এবং সোমরস পান করার জন্য স্বর্গে যেতে চায়। এই প্রকার কাল্পনিক সুখের কিন্তু কোন মূল্য নেই। *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৩) প্রতিপন্ন হয়েছে—*অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ ভবত্যল্পমেধসাম্*—"অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা দেবতাদের পূজা করে, এবং তার

ফল সীমিত ও ক্ষণস্থায়ী।" সকাম কর্মের দ্বারা অথবা দেবতাদের পূজা করার দ্বারা কেউ যদি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য স্বর্গলোকে উন্নীতও হয়, *ভগবদ্গীতায়* সেই স্থিতিটিকে অন্তবৎ বা নশ্বর বলে নিন্দা করা হয়েছে। এই সুখ স্বপ্নে সুন্দরী যুবতীকে আলিঙ্গন করার মতো; ক্ষণিকের জন্য তা আনন্দদায়ক হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা মিথ্যা। এই জড় জগতের মনঃকল্পিত সুখ-দুঃখ স্বপ্নের মতো মিথ্যা। জড় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সুখভোগের সমস্ত ধারণা মিথ্যা পটভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে তা অর্থহীন।

শ্লোক ৪৯

অথ নিত্যমনিত্যং বা নেহ শোচন্তি তদ্বিদঃ ।
নান্যথা শক্যতে কর্তুং স্বভাবঃ শোচতামিতি ॥ ৪৯ ॥

অথ—অতএব; **নিত্যম্**—নিত্য আত্মা; **অনিত্যম্**—অনিত্য জড় দেহ; **বা**—অথবা; **ন**—না; **ইহ**—এই জগতে; **শোচন্তি**—তারা শোক করে; **তৎ-বিদঃ**—যারা দেহ এবং আত্মার জ্ঞানে উন্নত; **ন**—না; **অন্যথা**—অন্যথা; **শক্যতে**—সক্ষম; **কর্তুম্**—করার জন্য; **স্বভাবঃ**—প্রকৃতি; **শোচতাম্**—যারা শোক করে; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

আত্মজ্ঞ ব্যক্তিরা আত্মাকে নিত্য এবং দেহকে অনিত্য বলে জানার ফলে, কখনও শোকের বশীভূত হন না। কিন্তু যারা স্বরূপ জ্ঞান রহিত, শোক করাই তাদের স্বভাব। তাই মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে শিক্ষাদান করা অত্যন্ত কঠিন।

তাৎপর্য

মীমাংসক দার্শনিকদের মতে সব কিছুই নিত্য, এবং সাংখ্য দার্শনিকদের মতে সব কিছুই মিথ্যা বা অনিত্য। তা সত্ত্বেও প্রকৃত আত্মজ্ঞানের অভাবে, এই সমস্ত দার্শনিকেরা মোহাচ্ছন্ন হয়ে শূদ্রের মতো শোক করে। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাই পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলেছেন—

শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ ।
অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্ ॥

"হে রাজশ্রেষ্ঠ, আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান আলোচনায় উদাসীন, বিষয়াসক্ত গৃহমেধীদের অসংখ্য শ্রবণীয়, কীর্তনীয় এবং স্মরণীয় বিষয়সমূহ আছে।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ২/১/২)

জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত সাধারণ মানুষদের জানার বহু বিষয় রয়েছে, কারণ তারা আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ। তাই আত্ম-উপলব্ধির শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যাতে জীবনের সর্ব অবস্থাতেই নিজের প্রতিজ্ঞায় অটুট থাকা যায়।

শ্লোক ৫০

লুব্ধকো বিপিনে কশ্চিৎ পক্ষিণাং নির্মিতোঽন্তকঃ ।
বিতত্য জালং বিদধে তত্র তত্র প্রলোভয়ন্ ॥ ৫০ ॥

লুব্ধকঃ—ব্যাধ; **বিপিনে**—অরণ্যে; **কশ্চিৎ**—কোন; **পক্ষিণাম্**—পক্ষীর; **নির্মিতঃ**—নিযুক্ত; **অন্তকঃ**—হত্যাকারী; **বিতত্য**—বিস্তার করে; **জালম্**—জাল; **বিদধে**—ধরত; **তত্র তত্র**—ইতস্তত; **প্রলোভয়ন্**—খাদ্যের দ্বারা প্রলোভিত করে।

অনুবাদ

এক সময়ে একটি ব্যাধ ছিল যে আহারের প্রলোভন দেখিয়ে পাখিদের তার জাল দিয়ে ধরত। সে যেন মৃত্যুর দ্বারা প্রেরিত পক্ষী-ঘাতকরূপে নিযুক্ত হয়েছিল।

তাৎপর্য

এটি আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

শ্লোক ৫১

কুলিঙ্গমিথুনং তত্র বিচরৎ সমদৃশ্যত ।
তয়োঃ কুলিঙ্গী সহসা লুব্ধকেন প্রলোভিতা ॥ ৫১ ॥

কুলিঙ্গ-মিথুনম্—কুলিঙ্গ পক্ষীযুগল; **তত্র**—সেখানে (যেখানে ব্যাধ শিকার করছিল); **বিচরৎ**—বিচরণ করতে করতে; **সমদৃশ্যত**—দেখেছিল; **তয়োঃ**—তাদের; **কুলিঙ্গী**—কুলিঙ্গী; **সহসা**—সহসা; **লুব্ধকেন**—ব্যাধের দ্বারা; **প্রলোভিতা**—প্রলুব্ধ হয়ে।

অনুবাদ

বনে বিচরণ করতে করতে সেই ব্যাধ একজোড়া কুলিঙ্গ পক্ষী দেখতে পেল। সেই পক্ষীযুগলের মধ্যে পক্ষিণী সেই ব্যাধ কর্তৃক প্রলুব্ধা হয়ে তার জালে আবদ্ধ হয়েছিল।

শ্লোক ৫২

সাসজ্জত সিচস্তন্ত্র্যাং মহিষ্যঃ কালযন্ত্রিতা ।
কুলিঙ্গস্তাং তথাপন্নাং নিরীক্ষ্য ভৃশদুঃখিতঃ ।
স্নেহাদকল্পঃ কৃপণঃ কৃপণাং পর্যদেবয়ৎ ॥ ৫২ ॥

সা—সেই পক্ষিণী; অসজ্জত—আবদ্ধ; সিচঃ—জালে; তন্ত্র্যাম্—সূত্রে; মহিষ্যঃ—হে মহিষীগণ; কাল-যন্ত্রিতা—কালের বশীভূত হয়ে; কুলিঙ্গঃ—কুলিঙ্গ পক্ষীটি; তাম্—তার; তথা—সেই অবস্থায়; আপন্নাম্—আবদ্ধ; নিরীক্ষ্য—দর্শন করে; ভৃশ-দুঃখিতঃ—অত্যন্ত দুঃখিত; স্নেহাৎ—স্নেহবশত; অকল্পঃ—কোন কিছু করতে সক্ষম না হয়ে; কৃপণঃ—অসহায় পক্ষীটি; কৃপণাম্—তার অসহায় পত্নীকে; পর্যদেবয়ৎ—বিলাপ করতে শুরু করেছিল।

অনুবাদ

হে সুযজ্ঞের মহিষীগণ, কুলিঙ্গ তার ভার্যাকে বিধিবশে মহা বিপদগ্রস্ত দর্শন করে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিল। সেই অসহায় পক্ষীটি তাকে মুক্ত করতে অসমর্থ হয়ে, স্নেহবশত দীনভাবে বিলাপ করতে লাগল।

শ্লোক ৫৩

অহো অকরুণো দেবঃ স্ত্রিয়াকরুণয়া বিভুঃ ।
কৃপণং মামনুশোচন্ত্যা দীনয়া কিং করিষ্যতি ॥ ৫৩ ॥

অহো—আহা; অকরুণঃ—অত্যন্ত নির্দয়; দেবঃ—বিধাতা; স্ত্রিয়া—আমার পত্নী; আকরুণয়া—যিনি অত্যন্ত কৃপাময়; বিভুঃ—পরমেশ্বর; কৃপণম্—দীন; মাম্—আমাকে; অনুশোচন্ত্যা—শোক করে; দীনয়া—দীন; কিম্—কি; করিষ্যতি—করব।

অনুবাদ

হায়, বিধাতা কি নির্দয়! আমার বিপন্না পত্নী অসহায় হয়ে আমার জন্য শোক করছে। এই দীন পক্ষীটিকে নিয়ে বিধাতার কি লাভ হবে? তাঁর কি প্রয়োজন সিদ্ধ হবে?

শ্লোক ৫৪

কামং নয়তু মাং দেবঃ কিমর্ধেনাত্মনো হি মে ।
দীনেন জীবতা দুঃখমনেন বিধুরায়ুষা ॥ ৫৪ ॥

কামম্—তিনি যা ইচ্ছা করেন; **নয়তু**—তিনি গ্রহণ করুন; **মাম্**—আমাকে; **দেবঃ**—ভগবান; **কিম্**—কি প্রয়োজন; **অর্ধেন**—অর্ধ; **আত্মনঃ**—দেহের; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **মে**—আমার; **দীনেন**—দীন; **জীবতা**—জীবিত; **দুঃখম্**—দুঃখে; **অনেন**—এই; **বিধুর-আয়ুষা**—দুঃখ-ভারাক্রান্ত জীবন।

অনুবাদ

নির্দয় বিধাতা যদি আমার অর্ধ দেহরূপ ভার্যাকে নিয়ে যান, তবে তিনি আমাকেও নিয়ে যান না কেন? পত্নীর বিরহে দুঃখ-ভারাক্রান্ত অর্ধ দেহ নিয়ে জীবিত থেকে আমার কি লাভ?

শ্লোক ৫৫

কথং ত্বজাতপক্ষাংস্তান্ মাতৃহীনান্ বিভর্ম্যহম্ ।
মন্দভাগ্যাঃ প্রতীক্ষন্তে নীড়ে মে মাতরং প্রজাঃ ॥ ৫৫ ॥

কথম্—কিভাবে; **তু**—কিন্তু; **অজাত-পক্ষান্**—যাদের এখনও পাখা গজায়নি; **তান্**—তাদের; **মাতৃহীনান্**—মাতৃহীন; **বিভর্মি**—পালন করব; **অহম্**—আমি; **মন্দভাগ্যাঃ**—অত্যন্ত দুর্ভাগা; **প্রতীক্ষন্তে**—তারা প্রতীক্ষা করছে; **নীড়ে**—কুলায়ে; **মে**—আমার; **মাতরম্**—তাদের মাতা; **প্রজাঃ**—পক্ষীশাবকগুলি।

অনুবাদ

দুর্ভাগা মাতৃহীন পক্ষীশাবকগুলি কুলায়ে তাদের মা তাদের খেতে দেবে বলে প্রতীক্ষা করছে। তাদের এখনও পাখা গজায়নি। আমি কিভাবে তাদের পালন করব?

তাৎপর্য

পাখিটি তার শাবকদের মায়ের জন্য শোক করছে, কারণ মা-ই শিশুদের লালন-পালন করে। বালকরূপী যমরাজ কিন্তু ইতিমধ্যেই বলেছেন যে, যদিও তাঁর মা

তাকে অরণ্যে ফেলে চলে গেছেন, তবুও ব্যাঘ্র আদি হিংস্র পশুরা তাঁকে খেয়ে ফেলেনি। আসল কথা হচ্ছে, ভগবান যদি কাউকে রক্ষা করেন, তা হলে তিনি পিতৃমাতৃহীন অনাথ হলেও ভগবানের শুভ ইচ্ছার দ্বারাই পালিত হবেন। কিন্তু ভগবান যদি রক্ষা না করেন, তা হলে পিতামাতার উপস্থিতি সত্ত্বেও তাকে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হবে। আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে যে, ভাল চিকিৎসক এবং ভাল ঔষধ সত্ত্বেও অনেক সময় রোগী মারা যায়। এইভাবে দেখা যায়, ভগবানের সুরক্ষা ব্যতীত কেউই বাঁচতে পারে না, তা তার পিতামাতা থাকুক বা না-ই থাকুক।

এই শ্লোকের আর একটি তথ্য হচ্ছে, কেবল মানব-সমাজেই নয়, পশু-পক্ষীদের মধ্যেও শাবকদের জন্য পিতামাতার সুরক্ষার অনুভূতি থাকে। কিন্তু কলিযুগের মানুষেরা এতই অধঃপতিত হয়ে গেছে যে, পিতামাতারা গর্ভস্থ সন্তানকে হত্যা করছে। তাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অজুহাত দেখিয়ে তারা বলে যে, গর্ভাবস্থায় শিশু জীবন্ত নয়। বড় বড় সমস্ত ডাক্তারেরা এই মতামত প্রকাশ করে, এবং তাই আজ পিতামাতারা তাদের গর্ভস্থ সন্তানদের হত্যা করছে। মানব-সমাজ আজ কত অধঃপতিত হয়ে গেছে। তাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আজ এত উন্নত হয়েছে যে, তারা মনে করে ভ্রূণের জীবন নেই। এই সমস্ত তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা আজ তাদের রাসায়নিক উন্নতির জন্য নোবেল পুরস্কার পাচ্ছে। কিন্তু রাসায়নিক সংমিশ্রণের ফলে যদি জীবনের উদ্ভব হয়ে থাকে, তা হলে বৈজ্ঞানিকেরা কেন তাদের গবেষণাগারে একটি ডিম তৈরি করে সেই ডিমটি ইনকিউবেটরে রাখছে না, যার ফলে তার থেকে একটি মুরগীর ছানা বেরিয়ে আসতে পারে? এ সম্পর্কে তাদের উত্তর কি? তাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে তারা একটা ডিম পর্যন্ত তৈরি করতে পারে না। *ভগবদ্গীতায়* এই সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের *মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সেই সমস্ত মূর্খদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে। এরা জ্ঞানী নয় কিন্তু তারা বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক হওয়ার ভান করে, যদিও তাদের তথাকথিত পুঁথিগত জ্ঞান কোন ব্যবহারিক ফল প্রসব করে না।

শ্লোক ৫৬

এবং কুলিঙ্গং বিলপন্তমারাৎ
প্রিয়াবিয়োগাতুরমশ্রুকণ্ঠম্ ।
স এব তং শাকুনিকঃ শরেণ
বিব্যাধ কালপ্রহিতো বিলীনঃ ॥ ৫৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **কুলিঙ্গম্**—পক্ষীটি; **বিলপন্তম্**—যখন বিলাপ করছিল; **আরাৎ**—দূর থেকে; **প্রিয়া-বিয়োগ**—তার পত্নীর বিয়োগে; **আতুরম্**—অত্যন্ত ব্যাকুল; **অশ্রু-কণ্ঠম্**—অশ্রুপূর্ণ নয়নে; **সঃ**—সে (সেই ব্যাধ); **এব**—বস্তুতপক্ষে; **তম্**—তাকে (সেই পুরুষ পক্ষীটিকে); **শাকুনিকঃ**—যে শকুনিকে পর্যন্ত বধ করতে পারে; **শরেণ**—বাণের দ্বারা; **বিব্যাধ**—বিদ্ধ করেছিল; **কাল-প্রহিতঃ**—কালের দ্বারা প্রেরিত হয়ে; **বিলীনঃ**—গুপ্ত থেকে।

অনুবাদ

তার পত্নীর বিয়োগে ব্যাকুল হয়ে কুলিঙ্গ পক্ষীটি অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিলাপ করছিল, তখন সেই কাল প্রেরিত ব্যাধ গোপনে দূর থেকে সেই কুলিঙ্গ পক্ষীটিকে বাণে বিদ্ধ করে হত্যা করেছিল।

শ্লোক ৫৭

এবং যূয়মপশ্যন্ত্য আত্মাপায়মবুদ্ধয়ঃ ।
নৈনং প্রাপ্স্যথ শোচন্ত্যঃ পতিং বর্ষশতৈরপি ॥ ৫৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **যূয়ম্**—তোমরা; **অপশ্যন্ত্যঃ**—না দেখে; **আত্ম-অপায়ম্**—নিজের মৃত্যু; **অবুদ্ধয়ঃ**—হে মূর্খগণ; **ন**—না; **এনম্**—তাকে; **প্রাপ্স্যথ**—তোমরা লাভ করবে; **শোচন্ত্যঃ**—শোক করে; **পতিম্**—তোমাদের পতিকে; **বর্ষ-শতৈঃ**—শতবর্ষ ধরে; **অপি**—ও।

অনুবাদ

বালকরূপী যমরাজ মহিষীদের বললেন—তোমরা সকলে এতই মূর্খ যে, তোমরা নিজেদের মৃত্যুকেও দর্শন করতে পারছ না। অজ্ঞানতাবশত তোমরা বুঝতে পারছ না যে, তোমাদের পতির জন্য একশ বছর ধরে শোক করলেও তোমরা আর তাকে ফিরে পাবে না, এবং ইতিমধ্যে তোমাদের আয়ুও শেষ হয়ে যাবে।

তাৎপর্য

যমরাজ এক সময় মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এই সংসারে সব চাইতে আশ্চর্যজনক বস্তু কি?" মহারাজ যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়েছিলেন (*মহাভারত, বনপর্ব* ৩১৩/১১৬)—

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তীহ যমালয়ম্ ।
শেষাঃ স্থাবরম্ ইচ্ছন্তি কিম্ আশ্চর্যম্ অতঃ পরম্ ॥

প্রতিক্ষণ লক্ষ লক্ষ জীবের মৃত্যু হচ্ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মূর্খ জীবেরা নিজেদের মৃত্যুহীন বলে মনে করে এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয় না। এই সংসারে এটিই সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয়। সকলকেই মৃত্যুবরণ করতে হয় কারণ সকলেই সর্বতোভাবে প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু তা সত্ত্বেও সকলেই মনে করে যে, সে স্বাধীন, সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে, তার কখনও মৃত্যু হবে না এবং সে চিরকাল বেঁচে থাকবে। তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা নানা রকম পরিকল্পনা করছে, যার ফলে ভবিষ্যতে মানুষেরা চিরকাল বেঁচে থাকতে পারবে, কিন্তু তারা যখন অন্যদের অমরত্ব প্রদান করার পরিকল্পনা করছে, তখন যমরাজ তাদের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার থেকে যমালয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছেন।

শ্লোক ৫৮

শ্রীহিরণ্যকশিপুরুবাচ

বাল এবং প্রবদতি সর্বে বিস্মিতচেতসঃ ।
জ্ঞাতয়ো মেনিরে সর্বমনিত্যমযথোত্থিতম্ ॥ ৫৮ ॥

শ্রী-হিরণ্যকশিপুঃ উবাচ—শ্রীহিরণ্যকশিপু বলল; **বালে**—বালকরূপী যমরাজ যখন; **এবম্**—এইভাবে; **প্রবদতি**—অত্যন্ত দার্শনিক তত্ত্বকথা বলছিলেন; **সর্বে**—সকলে; **বিস্মিত**—বিস্মিত; **চেতসঃ**—চিত্ত; **জ্ঞাতয়ঃ**—আত্মীয়-স্বজনগণ; **মেনিরে**—তারা মনে করেছিল; **সর্বম্**—সমস্ত জড় বস্তু; **অনিতাম্**—অনিত্য; **অযথা-উত্থিতম্**—অনিত্য ঘটনা থেকে উত্থিত।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু বলল—যমরাজ যখন বালকরূপে সুযজ্ঞের মৃতদেহকে ঘিরে থাকা আত্মীয়-স্বজনদের এইভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন, তখন তারা তার সেই দার্শনিক বাণী শ্রবণ করে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, এই জড় জগতে সব কিছুই অনিত্য, এবং কোন কিছুই চিরকাল থাকবে না।

তাৎপর্য

এই উক্তিটি *ভগবদ্গীতাতেও* (২/১৮) প্রতিপন্ন হয়েছে, *অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ*—দেহ নশ্বর কিন্তু দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মা অবিনশ্বর। তাই

মানব-সমাজে যারা উন্নত জ্ঞানসম্পন্ন তাঁদের কর্তব্য সেই অবিনশ্বর আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে অধ্যয়ন করা এবং জীবনের প্রকৃত দায়িত্বের কথা বিবেচনা না করে কেবল জড় দেহটির ভরণ-পোষণ করে মানব-জীবনের মূল্যবান সময়ের অপচয় না করা। প্রতিটি মানুষের কর্তব্য আত্মা কিভাবে সুখী হতে পারে এবং কিভাবে সে তার সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ প্রাপ্ত হতে পারে তা বোঝার চেষ্টা করা। মানুষের কর্তব্য পরিবর্তনশীল অনিত্য দেহটির চিন্তায় মগ্ন না থেকে, এই সমস্ত বিষয়ে অধ্যয়ন করা। কেউ যে আবার মনুষ্য-শরীর পাবে সেই সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নেই, কারণ মানুষ তার কর্ম অনুসারে যে কোন প্রকার শরীর লাভ করতে পারে। সে দেবতার শরীর লাভ করতে পারে আবার কুকুরের শরীরও লাভ করতে পারে। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন—

অহং মমাভিমানাদিত্বযথোত্থমনিত্যকম্ ।
মহদাদি যথোত্থং চ নিত্যা চাপি যথোত্থিতা ॥
অস্বতন্ত্রৈব প্রকৃতিঃ স্বতন্ত্রো নিত্য এব ।
যথার্থভূতশ্চ পর এক এব জনার্দনঃ ॥

কেবল ভগবান জনার্দনই নিত্য, কিন্তু তাঁর সৃষ্ট জড় জগৎ অনিত্য। অতএব যারা মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে মনে করে, "আমি এই শরীর, এবং এই শরীরের যা কিছু তা সবই আমার" তারা নিতান্তই মোহাচ্ছন্ন। মানুষের কেবল চিন্তা করা উচিত যে, সে জনার্দনের অংশ, এবং এই জড় জগতে বিশেষ করে মনুষ্যজন্ম লাভের পর, সকলের চেষ্টা করা উচিত কিভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়ে জনার্দনের সঙ্গ লাভ করা যায়।

শ্লোক ৫৯

যম এতদুপাখ্যায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ।
জ্ঞাতয়োঽপি সুযজ্ঞস্য চক্রুর্যৎ সাম্পরায়িকম্ ॥ ৫৯ ॥

যমঃ—বালকরূপী যমরাজ; **এতৎ**—এই; **উপাখ্যায়**—উপদেশ দিয়ে; **তত্র**—সেখানে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অন্তরধীয়ত**—অন্তর্হিত হয়েছিলেন; **জ্ঞাতয়ঃ**—আত্মীয়-স্বজনগণ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **সুযজ্ঞস্য**—রাজা সুযজ্ঞের; **চক্রুঃ**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **যৎ**—যা; **সাম্পরায়িকম্**—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

অনুবাদ

সুযজ্ঞের মূর্খ আত্মীয়-স্বজনদের এইভাবে উপদেশ দিয়ে বালকরূপী যমরাজ সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন। তখন রাজা সুযজ্ঞের আত্মীয়-স্বজনেরা রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করেছিল।

শ্লোক ৬০

অতঃ শোচত মা যূয়ং পরং চাত্মানমেব বা ।
ক আত্মা কঃ পরো বাত্র স্বীয়ঃ পারক্য এব বা ।
স্বপরাভিনিবেশেন বিনাজ্ঞানেন দেহিনাম্ ॥ ৬০ ॥

অতঃ—অতএব; শোচত—শোক; মা—করো না; যূয়ম্—তোমরা সকলে; পরম্—অন্য; চ—এবং; আত্মানম্—তোমরা; এব—নিশ্চিতভাবে; বা—অথবা; কঃ—কে; আত্মা—আত্মা; কঃ—কে; পরঃ—অন্য; বা—অথবা; অত্র—এই জড় জগতে; স্বীয়ঃ—নিজের; পারক্যঃ—অন্যের জন্য; এব—বস্তুতপক্ষে; বা—অথবা; স্ব-পর-অভিনিবেশেন—নিজের এবং অন্যের দেহের চিন্তায় মগ্ন থেকে; বিনা—ব্যতীত; অজ্ঞানেন—জ্ঞানের অভাব; দেহিনাম্—সমস্ত জীবের।

অনুবাদ

অতএব তোমাদের দেহের জন্য শোক করা উচিত নয়—তা সে নিজেরই হোক বা পরেরই হোক। অজ্ঞানতাবশতই মানুষ "আমি কে? অন্যেরা কে? কি আমার? কি অন্যের?" এইভাবে দেহজনিত ভেদভাব সৃষ্টি করে।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে আত্ম-সংরক্ষণের ভাবনাটি প্রকৃতির প্রথম নিয়ম। এই ধারণার ফলে মানুষ প্রথমে তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে, এবং তারপর সমাজ, বন্ধুত্ব, প্রেম, জাতীয়তা, সম্প্রদায় ইত্যাদির কথা চিন্তা করে, যেগুলির উদ্ভব হয়েছে আত্মজ্ঞানের অভাবজনিত দেহাত্মবুদ্ধি থেকে। একে বলা হয় অজ্ঞান। মানব-সমাজ যতক্ষণ অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, ততক্ষণ মানুষ দেহাত্মবুদ্ধির ফলে বিরাট বিরাট সমস্ত আয়োজন করে। তার বর্ণনা করে প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন ভরম্। জড় ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আধুনিক সভ্যতা বড় বড় পথ, বাড়ি,

কলকারখানা তৈরি করছে এবং সেটিকেই সভ্যতার প্রগতি বলে মনে করছে। কিন্তু মানুষ জানে না যে, যে কোন মুহূর্তে তাকে সেখান থেকে লাথি মেরে বের করে দেওয়া হবে এবং তাকে এমন সমস্ত দেহ ধারণ করতে বাধ্য হতে হবে, যার ফলে এই সমস্ত বিশাল বাড়ি, প্রাসাদ, রাস্তা এবং যানবাহনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকবে না। তাই অর্জুন যখন তাঁর দেহের আত্মীয়-স্বজনদের সম্বন্ধে চিন্তা করছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে তিরস্কার করে বলেছিলেন, *কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিশমে সমুপস্থিতম্ অনার্যজুষ্টম্*—"এই দেহাত্মবুদ্ধি অজ্ঞ অনার্যদের উপযুক্ত।" আর্য সভ্যতা হচ্ছে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উন্নত সভ্যতা। আর্য বলে দাবি করলেই আর্য হওয়া যায় না। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিষয়ে গভীর অন্ধকারে থেকে যদি কেউ নিজেকে আর্য বলে দাবি করে, সে একটি অনার্য। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ* থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলির উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

ক আত্মা কঃ পর ইতি দেহাদ্যপেক্ষয়া ।
ন হি দেহাদিরাত্মা স্যান্ন চ শত্রুরুদীরিতঃ ।
অতো দৈহিকবৃদ্ধৌ বা ক্ষয়ে বা কিং প্রয়োজনম্ ॥
যস্তু দেহগতো জীবঃ স হি নাশং ন গচ্ছতি ।
ততঃ শত্রুবিবৃদ্ধৌ চ স্বনাশে শোচনং কুতঃ ॥
দেহাদিব্যতিরিক্তৌ তু জীবেশৌ প্রতিজানতা ।
অত আত্মবিবৃদ্ধিস্তু বাসুদেবে রতিঃ স্থিরা ।
শত্রুনাশস্তথাজ্ঞাননাশো নান্যঃ কথঞ্চন ॥

অর্থাৎ, আমরা যতক্ষণ এই মনুষ্য শরীরে থাকি, ততক্ষণ আমাদের কর্তব্য হচ্ছে শরীরের ভিতরের আত্মাকে জানা। দেহ আত্মা নয়; আমরা দেহ থেকে ভিন্ন, এবং তাই দেহাত্মবুদ্ধির ভিত্তিতে বন্ধু, শত্রু অথবা দায়দায়িত্বের কোন প্রশ্ন ওঠে না। শৈশব থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে বার্ধক্যে এবং অবশেষে আপাত বিনাশরূপে দেহের যে পরিবর্তন, সেই বিষয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়। পক্ষান্তরে, দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মার বিষয়ে এবং কিভাবে আত্মাকে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত করা যায়, সেই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত। দেহের ভিতরে যে জীবাত্মা রয়েছে তার কখনও বিনাশ হয় না; তাই নিশ্চিতভাবে জানা উচিত কারও যদি বহু বন্ধু অথবা শত্রু থাকে, তা হলে তার বন্ধুরা তাকে সাহায্য করতে পারবে না এবং তার শত্রুরাও তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। মানুষের জানা উচিত যে, সে হচ্ছে চিন্ময় আত্মা (*অহং ব্রহ্মাস্মি*) এবং দেহের পরিবর্তন হলেও আত্মা তার স্বরূপে অপরিবর্তিত থাকে। চিন্ময় আত্মারূপে সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে সর্ব

অবস্থাতেই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত হওয়া এবং শত্রু বা মিত্রের সঙ্গে কোন রকম দেহের সম্পর্কের দ্বারা বিচলিত না হওয়া। সকলেরই জানা উচিত যে, আমাদের অথবা আমাদের শত্রুদের দেহাত্মবুদ্ধিতে মৃত্যু হয়েছে বলে মনে হলেও কখনও মৃত্যু হয় না।

শ্লোক ৬১

শ্রীনারদ উবাচ

ইতি দৈত্যপতের্বাক্যং দিতিরাকর্ণ্য সস্নুষা ।
পুত্রশোকং ক্ষণাৎ ত্যক্ত্বা তত্ত্বে চিত্তমধারয়ৎ ॥ ৬১ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **দৈত্য-পতেঃ**—দৈত্যরাজের; **বাক্যম্**—বাণী; **দিতিঃ**—হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষের মাতা দিতি; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **সস্নুষা**—হিরণ্যাক্ষের পত্নী সহ; **পুত্র-শোকম্**—তাঁর পুত্র হিরণ্যাক্ষের বিয়োগজনিত শোক; **ক্ষণাৎ**—তৎক্ষণাৎ; **ত্যক্ত্বা**—ত্যাগ করে; **তত্ত্বে**—জীবনের প্রকৃত দর্শনে; **চিত্তম্**—হৃদয়; **অধারয়ৎ**—যুক্ত করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীনারদ মুনি বললেন—হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষের মাতা দিতি তাঁর পুত্রবধূ অর্থাৎ হিরণ্যাক্ষের পত্নী রুষাভানু সহ হিরণ্যকশিপুর সেই উপদেশ শ্রবণ করেছিলেন। তখন তিনি তাঁর পুত্রের মৃত্যুজনিত শোক বিস্মৃত হয়েছিলেন এবং জীবনের প্রকৃত দর্শনে মনোনিবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

যখন কোন আত্মীয়ের মৃত্যু হয় তখন মানুষ স্বভাবতই দর্শনে আগ্রহী হয়, কিন্তু অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পর তারা আবার জড় বিষয়ে মনোনিবেশ করে। এমন কি অত্যন্ত বিষয়াসক্ত দৈত্যরাও আত্মীয়ের মৃত্যুতে কখনও কখনও দার্শনিক বিষয় চিন্তা করতে শুরু করে। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের এই মনোভাবকে বলা হয় *শ্মশান-বৈরাগ্য। ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, চার প্রকার মানুষেরা আধ্যাত্মিক জীবন এবং ভগবৎ-তত্ত্ব জ্ঞানে আগ্রহী হয়—*আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী* এবং *জ্ঞানী*। কেউ যখন জড়-জাগতিক অবস্থায় অত্যন্ত আর্ত হয়, তখন সে ভগবান সম্বন্ধে আগ্রহী হয়। তাই কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর প্রার্থনায় বলেছেন যে, তিনি

সুখ থেকে দুঃখজনক পরিস্থিতিতেই থাকতে চান। জড় জগতে কেউ যখন সুখে থাকে তখন সে শ্রীকৃষ্ণকে বা ভগবানকে ভুলে যায়, কিন্তু যখন দুঃখ-দুর্দশা আসে তখন যথার্থ পুণ্যবান ব্যক্তিরা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেন। কুন্তীদেবী তাই দুঃখকেই বরণ করতে চেয়েছেন, কারণ সেটি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করার একটি সুযোগ। শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় ফিরে যাওয়ার জন্য কুন্তীদেবীর থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন, তখন কুন্তীদেবী আক্ষেপ করে বলেছিলেন, তিনি যখন দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে ছিলেন তখনই তিনি ভাল ছিলেন কারণ শ্রীকৃষ্ণ তখন সর্বদা তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু এখন পাণ্ডবেরা তাঁদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তাই শ্রীকৃষ্ণ এখন চলে যাচ্ছেন। ভক্তের কাছে দুঃখজনক পরিস্থিতি নিরন্তর ভগবানকে স্মরণ করার একটি সুযোগ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের 'দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু' নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য ।

তথাকথিত সুখ এবং দুঃখের কারণ। এইভাবে অবস্থিত হওয়ার ফলে বদ্ধ জীবকে বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে বিভিন্ন চেতনায় কার্য করতে হয়, এবং তার ফলে নতুন দেহের সৃষ্টি হয়। এই নিরন্তর জড়-জাগতিক জীবনকে বলা হয় সংসার। এই সংসারের ফলেই জন্ম, মৃত্যু, শোক, মোহ ও চিন্তার উদয় হয়। এইভাবে কখনও আমাদের বিবেকের উদয় হয় এবং কখনও আমরা অজ্ঞানের অন্ধকারে পতিত হই।

শ্লোক ২৭

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
যমস্য প্রেতবন্ধূনাং সংবাদং তং নিবোধত ॥ ২৭ ॥

অত্র—এই সম্পর্কে; অপি—বস্তুতপক্ষে; উদাহরন্তি—দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়; ইমম্—এই; ইতিহাসম্—ইতিহাসের; পুরাতনম্—অতি প্রাচীন; যমস্য—যমরাজের, যিনি মৃত্যুর পর পাপ-পুণ্যের বিচার করেন; প্রেত-বন্ধূনাম্—মৃত ব্যক্তির বন্ধুদের; সংবাদম্—আলোচনা; তম্—তা; নিবোধত—বুঝতে চেষ্টা কর।

অনুবাদ

এই বিষয়ে একটি প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এতে যমরাজ এবং মৃত ব্যক্তির বান্ধবদের আলোচনা বর্ণনা করা হয়েছে। দয়া করে তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

ইতিহাসং পুরাতনম্ শব্দ দুইটির অর্থ 'প্রাচীন ইতিহাস'। পুরাণগুলি কালের ক্রম অনুসারে লিপিবদ্ধ হয়নি, সেগুলি পুরাকালের বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ। *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে সমস্ত *পুরাণের* সার *মহাপুরাণ*। মায়াবাদীরা *পুরাণকে* স্বীকার করে না, কিন্তু শ্রীল মধ্বাচার্য এবং অন্যান্য মহাজনেরা সেগুলিকে পৃথিবীর প্রামাণিক ইতিহাসরূপে স্বীকার করেছেন।

শ্লোক ২৮

উশীনরেষ্বভূদ্রাজা সুযজ্ঞ ইতি বিশ্রুতঃ ।
সপত্নৈর্নিহতো যুদ্ধে জ্ঞাতয়স্তমুপাসত ॥ ২৮ ॥